POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ
وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ○

অতঃপর, তাহারা কি আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু চাহে, অথচ আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যে কেহ আছে সকলেই ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং তাহাদের সকলকেই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হইবে?

(আলে ইমরান: ৮৪)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 21

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 23 মে, 2019 17 রমযান 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

তোমরা সত্য অন্তঃকরণে তওবা কর, তাহাজ্জুদের জন্য উঠ, দোয়া কর, অন্তরকে পবিত্র কর, দুর্বলতা দূর কর আর খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অনুসারে নিজেদের কথা ও কর্মকে রূপদান কর। এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, যে ব্যক্তি এই উপদেশবাণী গ্রহণ করবে, এবং সক্রিয়ভাবে দোয়া করে ও নিজের অনুনয়-বিনয় খোদার সমীপে পেশ করবে, আল্লাহ্ তা'লা তার উপর কৃপা করবেন এবং এমন ব্যক্তির হৃদয় পরিবর্তন ঘটবে। খোদার কাছ থেকে আশাহত হয়ো না।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

জামাতের উদ্দেশ্যে উপদেশবাণী

আমি বারংবার একথা বলে এসেছি যে, মানুষ যত বেশি খোদার নৈকট্য অর্জন করে, সে ততই সে হিসেব দিতে বাধ্য হয়। আঁ হযরত (সা.)-এর পরিবার তুলনামূলকভাবে বেশি হিসেব দিতে বাধ্য ছিল। যারা দূরে আছে তারা হিসেব দিতে বাধ্য নয়, কিন্তু তোমরা বাধ্য থাকবে। তোমরা যদি ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে এগিয়ে না থাক, তবে তাদের ও তোমাদের মধ্যে প্রভেদ কিসের? হাজার হাজার মানুষের দৃষ্টি তোমাদের প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে। তারা সরকারি গুপ্তচরের মত তোমাদের প্রত্যেকটি গতিবিধি লক্ষ্য করছে। আর এই কাজ করা তাদের সাজে। যখন প্রতিশ্রুত মসীহর সঙ্গীরা সাহাবী (রা.)-দের কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে দাঁড়াবেন, তবে কি আপনারা তাদের মত হলেন? যদি আপনারা তেমনটি না হন, তবে আপনাদেরকে এর হিসেব দিতে হবে। যদিও এটি প্রারম্ভিক অবস্থা, কিন্তু মৃত্যুর উপর কিভাবে ভরসা করা যায়! মৃত্যু এমন এক অবশ্যম্ভাবী বিষয় যার সম্মুখীন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই হতে হবে। পরিস্থিতি যখন এমনই, তবে আপনারা উদাসীন হয়ে রয়েছেন কেন? যদি কোন ব্যক্তি আমার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে তবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। কিন্তু আমার কাছে এসে আমার দাবি মেনে আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ বলে বিশ্বাস করার অর্থ হল আপনারা সাহাবাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই পঙক্তিতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর দাবি করছেন। সাহাবারা কি কখনও সততা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনে অনীহা প্রদর্শন করেছিলেন? তাঁরা কি কখনও আলস্যকে নিজেদের উপর প্রভুত্ব করতে দিয়েছেন? তাঁরা কি কাউকে কখনও মনঃপীড়া দিয়েছেন? তাঁরা কি নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আত্মসংযমের পরিচয় দেন নি? তাঁরা কি বিনয়ী ছিলেন না? বরং তাদের বিনয় ছিল পরম মানের। অতএব দোয়া কর যেন খোদা তা'লা তোমাদেরকেও অনুরূপ শক্তি ও সামর্থ দান করেন। কেননা কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত বিনয় ও সংযমপূর্ণ জীবন অবলম্বন করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। আত্মপর্যালোচনা কর এবং নিজের মধ্যে শিশুর ন্যায় যদি দুর্বলতা দেখ তবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ো না। সাহাবাদের ন্যায় 'ইহদেনাস সিরাতাল মুস্তাকিম' দোয়াটি সর্বক্ষণ পাঠ করতে থাক। রাতে উঠে দোয়া কর যেন আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের পথ দেখান। আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবাগণও পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। তাদের প্রাথমিক অবস্থা ছিল একজন কৃষকের দ্বারা বোপিত বীজের ন্যায়। অতঃপর আঁ হযরত (সা.) তাতে পানি সিঞ্চন করলেন। তিনি (সা.) তাদের জন্য দোয়া করলেন। যেহেতু সঠিক বীজ ও উর্বর জমি ছিল, তাই পানি সিঞ্চনে উৎকৃষ্ট মানের ফল দান করল। দিন হোক বা রাত্রি, সাহাবারা সর্বক্ষণ আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করতেন। অতএব তোমরা সত্য অন্তঃকরণে তওবা কর, তাহাজ্জুদের জন্য উঠ, দোয়া কর, অন্তরকে পবিত্র কর, দুর্বলতা দূর কর আর খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অনুসারে নিজেদের কথা ও কর্মকে রূপদান কর। এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, যে এই উপদেশবাণী গ্রহণ করবে, এবং সক্রিয়ভাবে দোয়া করে ও নিজের অনুনয়-বিনয় খোদার সমীপে পেশ করবে, আল্লাহ্ তা'লা তার উপর কৃপা করবেন এবং এমন ব্যক্তির হৃদয় পরিবর্তন ঘটবে। খোদার কাছ থেকে আশাহত হয়ো না।

বীর সাহসীদের জন্য কোনও কাজই কঠিন নয়। অনেকে বলে থাকে যে, আমরা কি কোন ওলী হতে যাচ্ছি না কি? বড়ই পরিতাপের বিষয় হল, এমন ব্যক্তিরা কোন সম্মান প্রদর্শনই করল না। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মানুষ পৃথিবীতে ওলী হতেই এসেছে। যদি কেউ সঠিক পথে চলে, তবে খোদা তা'লাও তার দিকে যাবে। এবং অবশেষে একস্থানে তিনি তার সঙ্গে মিলিত হবেন। কেউ যদি তাঁর দিকে ধীর গতিতে যায়, তবে তিনি সাড়া দিতে গিয়ে সেই ব্যক্তির দিকে ক্ষিপ্র গতিতে যান। এই আয়াতটি এবিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করছে। وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (আনকাবুত: ৭০)। অতএব আজকের দিন আমি যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছি সেগুলিকে স্মরণ রেখো। কেননা মুক্তি বা নাজাত এরই উপর নির্ভর করছে। খোদা ও বান্দার মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঐশী সন্তুষ্টিই যেন তোমাদের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অতএব এরই দ্বারা তোমরা وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ -এর সত্যায়ন স্থল হবে।

ইসরাঈলী ও ইসমাঈলী ধারায় মসীহ্‌র আবির্ভাব

এরপর ৮এর পাতায়.....

১২৫ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৯ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিতব্য জলসা সালানার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০১৯ (যথাক্রমে- শুক্র, শনি ও রবিবার)। আশিসমণ্ডিত এই জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন আর পাশাপাশি দোয়াও করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করেন। এই জলসা সালানা যেন সার্বিকভাবে সফল ও আশিসমণ্ডিত হয়, এবং সৎ প্রকৃতির মানুষের হেদায়েতের কারণ হয়, সেই উদ্দেশ্যে দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বেলজিয়াম সফর, ২০১৮

১২ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮

আজ হুযুর আনোয়ার (আই.) জার্মানী থেকে বেলজিয়ামের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার দিন ছিল। সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটে হুযুর আনোয়ার দোয়া করানোর পর কাফেলার সঙ্গে রওনা হন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধ পুরুষ মহিলারা হাত নেড়ে তাঁকে বিদায় জানাচ্ছিলেন। অনেকেরর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। এই বিরহ বেদনা অনুরাগীদের জন্য অনেক কষ্টের ছিল। জার্মানী থেকে ব্রাসেলস যাওয়ার পথে আলকান শহরে বায়তুর রহমান মসজিদ উদ্বোধনের অনুষ্ঠান ছিল।

ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে আলকন শহরের দূরত্ব পঞ্চাশ কিমি। প্রায় সওয়া তিন ঘন্টা যাত্রার পর হুযুর যখন আলকন শহরের সীমান্তে পৌঁছলেন, তখন আলকন শহরের পুলিস তাঁর কাফেলাকে এসকোর্ট করে নিয়ে যায় আর এর সঙ্গে পথেও যানবাহন মুক্ত করে দেয়। দুপুর ২:১০টায় হুযুর আনোয়ার বায়তুর রহমান মসজিদে পদার্পণ করেন। স্থানীয় জামাত এবং বেলজিয়ামের অন্যান্য জামাত থেকে সদস্যরা হুযুরের আগমণের অপেক্ষায় প্রহর গুণছিল। হুযুরের গাড়ি মসজিদে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা মাত্রই জামাতের সদস্যরা প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান আর খুদেরা দোয়া সংবলিত নযম ও আগমণী গীত পরিবেশ করে।

হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন জামাত আহমদীয়া বেলজিয়ামের আমীর ডক্টর ইদ্রিস আহমদ সাহেব, মুবল্লিগ ইনচার্য মাননীয় হাফিয এহসান সিকান্দর সাহেব এবং স্থানীয় জামাতের মুবাল্লিগ মাননীয় হাসীব আহমদ সাহেব ।

এই উপলক্ষ্যে আলকন শহরের মেয়র মি. মার্ক পেঙ্কসটেন সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি হুযুরকে অভ্যর্থনা জানান এবং করমর্দন করেন। তিনি হুযুরের আগমণের ৪৫ মিনিট পূর্বেই বায়তুর রহমান মসজিদে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মেয়র সাহেব বলেন, ‘ আমি যাকেই আহমদীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, তারা সকলেই আপনাদের সম্পর্কে ভাল কথাই বলে। মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রিত করাকে আমি নিজের সম্মানের বিষয় মনে করি। আজ প্রথম খলীফাতুল মসীহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। আর তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য এখানে উপস্থিত হওয়াও আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। আমি নিজের জরুরী বৈঠক ত্যাগ করে এখানে এসেছি।

হুযুর আনোয়ার মেয়র সাহেবকে বলেন, ‘ এখানে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি যে আমাকে এখানে রিসিভ করতে এসেছেন, এর জন্যও ধন্যবাদ। যা শুনে মেয়র সাহেব বলেন এটি আমার জন্য সম্মান ও আনন্দের বিষয়।

মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: আলহামদোলিল্লাহ। আল্লাহ্ তা’লা আজ এই শহরের জামাতকে মসজিদ তৈরী করার তৌফিক দান করেছেন। বলা যেতে পারে তিনি এমন একটি কেন্দ্র দান করেছেন যাকে আপনারা মসজিদে রূপান্তরিত করেছেন। মসজিদ নির্মাণের পর আল্লাহ্ তা’লার শিক্ষার উপর আমলের বহিঃপ্রকাশ একজন আহমদী ও প্রকৃত মুসলমানের পক্ষ থেকে পূর্বের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত, যাতে আশপাশের মানুষ ইসলাম সম্পর্কে অবগত হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, যেখানে ইসলামের শিক্ষা প্রচার ও আল্লাহ্ তা’লার বাণী পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, সেখানে একটি মসজিদ তৈরী করে দাও।’ তাই মসজিদ তৈরী করার পর আপনাদের দায়িত্বাবলী পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানকার মেয়র সাহেবও এসেছেন, তিনি যে ভঙ্গিতে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন তা আমাদের জন্য মূল্যবান। সচরাচর ইসলাম সম্পর্কে সারা পৃথিবীতেই আর বিশেষ করে পশ্চিমি দেশগুলিতে ভয়ানক প্রকারের ভ্রান্ত ধারণা তৈরী হয়ে আছে। এমন পরিস্থিতিতে সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা তাদের অতি উন্নত আচরণের বহিঃপ্রকাশ। এই জিনিসটি আহমদীদেরকে পূর্বের থেকে বেশি নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই দায়িত্বাবলী সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন আর আমি তা প্রায় বর্ণনা করে থাকি। তিনি (আ.) নিজের আগমণের দুটি মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। এক, বান্দা ও খোদার মধ্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, সেটিকে দূর করা এবং বান্দাকে আল্লাহ্ অধিকার প্রদানকারী করে তোলা। আল্লাহ্ তা’লার অধিকার কি? সেটি হল- তাঁর ইবাদত করা আর সঠিক অর্থে ইবাদত তখনই হয়, যখন আপনি একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা’লার ইবাদতের জন্য তাঁর দরবারে উপস্থিত হন। এই ইবাদত যেন তাদের মত না হয়, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ইবাদত করা তাদের জন্য কঠিন কাজ। ইবাদত ও পুণ্যকর্মের প্রতি তাদেরকে আহ্বান করা হলে তাদের পা আর ওঠে না। অতএব একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা’লার ইবাদত করা একজন আহমদী মুসলমানের মৌলিক কর্তব্য যা আমাদেরকে সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজকাল এই পশ্চিমি বিশ্বে পদে পদে জাগতিক কামনা বাসনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। জগতিক জাঁকজমক প্রতিটি রাস্তার প্রান্তের ও অলিতে গলিতে, বাজারে বন্দরে চোখে পড়ে। মানুষ যেখানে আল্লাহ্ তা’লা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর খুব বেশি জাগতিকতার পেছনে ছুটছে। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা’লার ইবাদতের জন্য মসজিদে আসা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা’লা প্রাত্যাহিক পাঁচ বার নামায বিধিবদ্ধ করেছেন। এটি কেবল সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই ছিল না। যেমনটি অনেকে বলে থাকেন যে, পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের আদেশ কেবল সেই যুগ পরিপ্রেক্ষিতে ছিল, বর্তমানে এত বেশি কর্মব্যস্ততা নিয়ে কিভাবে পাঁচ বেলার নামায পড়া যেতে পারে? আল্লাহ্ তা’লার কারণে এই ত্যাগস্বীকারই আমাদের করতে হবে। ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রধান্য দেওয়ার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকার যে অঙ্গীকার রয়েছে, এরই মাধ্যমে তা রক্ষা করা হবে। অতএব জাগতিকতা ছেড়ে আল্লাহ্ তা’লার দরবারে উপস্থিত হওয়া জরুরী। মসজিদের অর্থই হল মানুষ যেন সেখানে ইবাদতের জন্য আসে এবং একত্রিত হয়ে বা-জামাত নামায পড়ে। বা-জামাত নামায পড়ার এই আদেশ বিশেষ করে পুরুষদের জন্য। এটি তাদের জন্য আবশ্যক। ‘একামাতুস সালাত’-এর অর্থই হল নামায প্রতিষ্ঠিত করা এবং তা বা-জামাত নামায পড়া। অতএব এই মসজিদ নির্মাণটি তখনই সার্থক হবে, যখন আপনারা সঠিক অর্থে এর অধিকার প্রদান করবেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত এটিকে নামাযীতে পরিপূর্ণ রাখবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: দ্বিতীয় যে উদ্দেশ্যটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন সেটি হল মানুষের অধিকার প্রদান করা। মানুষের অধিকার অনেক বড় একটি দায়িত্ব। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, অনেক সময় মানুষের অধিকার আল্লাহ্‌র অধিকারের উর্দ্ধে হয়। অর্থাৎ যদি মানুষের প্রয়োজন থাকে, মানুষের প্রাণ সংকট দেখা দেয়- একদিকে মানুষের প্রাণ রক্ষা করতে হবে অপরদিকে আল্লাহ্ তা’লার অধিকার প্রদান করতে হবে, নামায পড়তে হবে বা অন্য কোন অধিকার প্রদান করতে হবে, সেক্ষেত্রে মানুষের প্রাণ রক্ষা করা অধিক জরুরী হয়ে পড়ে। এটি মানুষের অধিকার আর এতেই পুণ্য রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি এমনটি হয় যেখানে মানুষের অধিকার প্রদান না করা হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা’লা এমন নামাযীদের জন্য বলেছেন তাদের নামায তাদের মুখেই ছুড়ে মারা হয়। কেননা, বাহ্যত এরা আল্লাহ্ তা’লার অধিকার প্রদান করলেও তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদান করে না। সেই সমস্ত বিষয়ের উপর আমল করে না, যেগুলি করার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। এমন নামায তখন সেই সমস্ত নামাযীদের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব এই কথাটি সবসময় স্মরণ রাখবেন যে, পরস্পরের অধিকার প্রদান করতে হবে। জামাতের মধ্যেও পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা বৃদ্ধি করতে হবে। ‘রুহমাও বায়নাহুম’-এর এটিই উদ্দেশ্য। এর দ্বারা মোমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা রাখে। পৃথিবীকে বলে দিন যে ভ্রাতৃত্ববোধ কাকে বলে। যদি পরস্পরের মধ্যেই ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ না থাকে তবে পৃথিবীকে কি শিক্ষা দিবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এইভাবে মানুষের অধিকার প্রদান করার ক্ষেত্রটিকে আরও বিস্তৃতি দান করতে থাকুন। প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদান করতে হবে। এ সম্পর্কেও কুরআন করীমে বহু আদেশ রয়েছে। আঁ হযরত (সা.) এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, আমাকে এমন গুরুত্বসহকারে প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, আমার মনে এই ধারণার উদ্রেক হয় যে, এরা হয়তো উত্তরাধিকার থেকেও অংশ পাবে। অতএব নিজেদের প্রতিবেশীদেরকেও একথা পূর্বের থেকে বেশি জোরালোভাবে বলতে হবে এবং এর বহিঃপ্রকাশ করতে হবে যে, আমরা প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানের প্রতি সবিশেষ যত্নবান আর সামগ্রিকভাবে এই শহরের প্রতি আমাদের করণীয় করব। আর তাদের কাছে এই বার্তা তুলে ধরুন যে, আমরা ভালবাসা ও শান্তির পরিবেশ রক্ষাকারী। এই সমস্ত বিষয় নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই

এরপর ৯ এর পাতায়..

জুমআর খুতবা

আমি ঘুমাইও, আবার নামাযও পড়ি। রোজাও রাখি আবার রোজা ছেড়েও দিই। মহিলাদের বিয়েও করি। হে উসমান! খোদাকে ভয় কর। তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, তোমার অতিথির অধিকার রয়েছে,আর স্বয়ং তোমার নিজ প্রাণেরও তোমার ওপর অধিকার রয়েছে। সুতরাং কোন কোন সময় রোজা রেখো আর কোন সময় ছেড়ে দিও। নামাযও পড় আবার বিশ্রামও কর।

যদি আবু বকর নিঃস্বার্থ হয়ে থাকেন তাহলে এমন লোভীকে তিনি কেন মান্য করেছেন। আর যদি তিনি প্রকৃত অর্থেই নিঃস্বার্থ হয়ে থাকেন তাহলে মানতে হবে যে, তার মালিক বা প্রভুও নিঃস্বার্থ ছিলেন। এটি অনেক বড় একটি দলীল বা যুক্তি যা প্রত্যাখ্যান করা সহজ নয়।

তিনটি জিনিসের মাধ্যমেই প্রভাব এবং প্রতাপের সৃষ্টি হয়। হয় ঈমানের মাধ্যমে, অথবা জ্ঞানের মাধ্যমে, কিংবা সম্পদের মাধ্যমে তা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা এই তিনটি জিনিসই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জামা'তের মাঝে সৃষ্টি করেছেন।

হযরত উসমান বিন মাযউন (রা.) বলেন, এটি সেই সময় ছিল যখন আমার অন্তরে ঈমান স্থান পাকা করে নিয়েছিল আর মহম্মদ (সা.)-কে আমি ভালবেসে ফেলি।

এখন পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে একই ধারা অব্যাহত আছে। তারা একে অন্যের রক্তপিপাসু শত্রু। আর সেই দেওয়ালের পেছনে এরা আশ্রয় নিতে চায় না যা আল্লাহ তা'লা এযুগে সেই দ্বার বন্ধ করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মাধ্যমে দাঁড় করিয়েছেন। তাই নৈরাজ্য বেড়ে চলেছে। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকেও নিরাপদ রাখুন যেন আমরা আহমদীরা সেই ঢালের পেছনে থাকি যা আল্লাহ তা'লা এযুগে হযরত মসীহ্ মওউদ এর মাধ্যমে আমাদেরকে দান করেছেন; এবং সেই দেওয়ালের পেছনে থাকি।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবী হযরত উসমান বিন মাযউন (রা.)-এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে আলোচনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৯ এপ্রিল, ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১৯ শাহাদত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

াশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: আজ আমি যে বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তার নাম হলো হযরত উসমান বিন মাযঊন। তার উপনাম ছিল আবু সায়েব। তার অর্থাৎ হযরত উসমানের মায়ের নাম ছিল সুখায়লা বিনতে আম্বাস। হযরত উসমান এবং তার ভাই হযরত কুদামা উভয়ের চেহারায় সাদৃশ্য ছিল। তিনি মক্কার কুরাইশদের বনু জামাহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৫-৩০৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হযরত উসমান বিন মাযঊন এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নিম্নরূপ। হযরত ইবনে আব্বাস রাজিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, একবার মহানবী (সা.) মক্কায় নিজ গৃহের প্রাঙ্গণে বসে ছিলেন। হযরত উসমান বিন মাযঊন সেই পথে যাচ্ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-কে দেখে মুচকি হাসেন। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বসবে না? তিনি উত্তরে বলেন যে, কেন নয়। অতএব তিনি তাঁর (সা.) সামনে এসে বসে পড়েন। মহানবী (সা.) তার সাথে কথা বলার সময় হঠাৎ উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং এক মুহূর্তের জন্য আকাশের দিকে তাকান। এরপর ধীরে ধীরে তিনি নিজের চোখ নীচের দিকে নামিয়ে আনেন এবং এক পর্যায়ে তিনি নিজের ডান দিকে মাটিতেদৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, আর নিজের সাথে বসা উসমানের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে মনোযোগী হন এবং নিজের মাথা অবনত করেন। তিনি (সা.) তখন নিজের মাথা এমনভাবে নাড়ছিলেন যেন কোন কথা বুঝে নিচ্ছেন। হযরত উসমান বিন মাযঊন পাশে বসে এই দৃশ্য দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.) যখন সেই কাজ শেষ করেন, বা তিনি যে অবস্থাতেই ছিলেন, অথবা যে পরিস্থিতিইবিরাজমান ছিল তা যখন কেটে যায়;বাহ্যত মনে হয় যে, তাঁকে (সা.) কিছু বলা হচ্ছিল, হযরত উসমান তা জানতেন না, কিন্তু যাহোক মহানবী (সা.)-কে কিছু বলা হচ্ছিল, তিনি তা বুঝে নেন। এরপর তাঁর (সা.) দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে, যেমনটি প্রথমবার হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টি কোন কিছুর অনুসরণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে সেই জিনিস আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর তিনি (সা.) পূর্বের মতো উসমান বিন মাযঊনের প্রতি মনোযোগী হন। তিনি অর্থাৎ উসমান বলেন, আমি কোন্উদ্দেশ্যে আপনার কাছে আসব এবং বসব?হযরত উসমান বলেন, আজ আপনি যা করেছেন, এর পূর্বে আমি আপনাকে এমনটি করতে দেখি নি। তিনি মহানবী (সা.) এর কাছে এই প্রশ্ন করেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি আমাকে কী করতে দেখেছ? হযরত উসমান বিন মাযঊন বলেন, আমি দেখলাম যে, আপনার দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে। এরপর আপনি ডান দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখেন। আপনি আমাকে ছেড়ে সেদিকে মনোযোগী হয়ে পড়েন। আপনি নিজের মাথা দুলানো আরম্ভ করেন, মনে হচ্ছিল যেন আপনাকে যা কিছু বলা হচ্ছে আপনি তা বোঝার চেষ্টা করছিলেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, সত্যিই কি তুমি এমনটি অনুভব করেছ? উসমান বিন মাযঊন বলেন, জ্বী। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এইমাত্র আমার কাছে আল্লাহ্ তা'লার দূত বার্তা নিয়ে এসেছিল যখন তুমি আমার কাছেই বসে ছিলে। হযরত উসমান বিন মাযঊন প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ্ তা'লার দূত? মহানবী (সা.) উত্তর দেন, হ্যাঁ। হযরত উসমান জিজ্ঞেস করেন, দূত আপনাকে কী বলেছে? মহানবী (সা.) বলেন, দূত আমাকে বলেছে-

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى
عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

(সূরা আন্ নাহল: ৯১)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় প্রতিষ্ঠার, অনুগ্রহসুলভ আচরণের এবং পরমাত্মীয়সুলভ দানশীলতার আদেশ দেন। আর অশ্লীলতা, মন্দকর্ম এবং বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। উসমান বিন মাযঊন বলেন, এটি ছিল সেই সময় যখন ঈমান আমার হৃদয়ে নিজের স্থান পাকা করে নিয়েছে আর আমি মুহাম্মদ (সা.) কে ভালোবেসে ফেলি।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮০৭, হাদীস নং ২৯২১)

মহানবী (সা.) এর নবুয়তের ঘোষণার পর প্রাথমিক যুগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, (নবুয়তের ঘোষণার) কাছাকাছি যুগে অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.) তালহা, যুবায়ের, উমর, হামযা, উসমান বিন মাযঊন- এর মতো এমন সাহাবীদের পেয়েছিলেন যাদের মাঝে প্রত্যেকেই তাঁর জন্য নিবেদিত ছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই তাঁর ঘামের জন্য নিজেদের রক্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ১৩ বছর পর্যন্ত বিপদাপদও এসেছে, সমস্যাওএসেছে, তাঁকে (সা.) কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু তিনি (সা.) নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এই মক্কাবাসীদের মাঝ থেকে বুদ্ধিমান, বিবেকবান, মর্যাদাবান, তাকওয়াশীল, পবিত্র ব্যক্তিরা আমাকে গ্রহণ করেছে আর মুসলমানদের এখন একটি শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। কোন ব্যক্তি যখন মহানবী (সা.) সম্পর্কে এ কথা বলতো যে, নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি উন্মাদ, তখন তার সঙ্গী তাকে বলতো যে, যদি তিনি উন্মাদ হয়ে থাকেন তাহলে অমুক ব্যক্তি, কেন তাকে মান্য করে, যে খুবই বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান? এটি এমন এক উত্তর ছিল যার প্রতিউত্তর দেওয়া কারো জন্য সম্ভব ছিল না।

ইউরোপিয়ান লেখকরা মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে নিজেদের পুরো লেখনী শক্তি ব্যয় করে, অনেক বিরোধিতাপূর্ণ কথা বলে, এমনকি অনেক সময় তাঁর (সা.) প্রতি নোংরা অপবাদ আরোপ করতেও দ্বিধা করে না। এখনও এসবই হয়। কিন্তু হযরত আবু বকরের নাম আসলে তারা বলে যে, আবু বকর খুবই নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন। এ সম্পর্কে কতিপয় ইউরোপিয়ান লেখক লিখেন যে, আবু বকর যে ব্যক্তিকে মান্য করেছেন তিনি কীভাবে মিথ্যাবাদী হতে পারেন? যদি তোমরা আবু বকরের প্রশংসা কর তাহলে যে ব্যক্তিকে আবু বকর মান্য করেছে সে-ও নিশ্চয় প্রশংসাযোগ্য। যদি তিনি অর্থাৎ আবু বকর নিঃস্বার্থ হয়ে থাকেন তাহলে এমন লোভীকে তিনি কেন মান্য করেছেন। আর যদি তিনি প্রকৃত অর্থেই নিঃস্বার্থ হয়ে থাকেন তাহলে মানতে হবে যে, তার মালিক বা প্রভুও নিঃস্বার্থ ছিলেন। এটি অনেক বড় একটি দলীল বা যুক্তি যা প্রত্যাখ্যান করা সহজ নয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই যুক্তিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাথেও সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, মানুষ তাঁকে জাহেল বা অজ্ঞ বলে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এই আপত্তিকে খণ্ডনের জন্য এমন উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যে, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) প্রাথমিক যুগেই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীও তাঁর (আ.) দাবির পূর্বে তাঁর প্রশংসাকারী ছিলেন। এরপর যখন তিনি পৃথিবীতে নিজের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার ঘোষণা করেন তখন শিক্ষিত লোকদের এমন একটি জামা'তআল্লাহ্ তা'লা দাঁড় করান যারা তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে। এই শিক্ষিত লোকেরা আলেমদের মাঝ থেকেও ছিলেন, ধনীদের মাঝ থেকেও ছিলেন আর ইংরেজী জানা লোকদের মাঝ থেকেও ছিলেন। তিনি (রা.) এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, তিনটি জিনিসের মাধ্যমেই প্রভাব এবং প্রতাপের সৃষ্টি হয়। হয় ঈমানের মাধ্যমে, অথবা জ্ঞানের মাধ্যমে, কিংবা সম্পদের মাধ্যমে তা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা এই তিনটি জিনিসই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জামা'তের মাঝে সৃষ্টি করেছেন।

(তফসীরে কবীর, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৩৯-১৪০)

আর তাঁকেও প্রারম্ভেই এমন সব সঙ্গী বা অনুসারী দান করেছেন, জগদ্বাসী যাদের প্রশংসা করতো। বরং চিকিৎসা শাস্ত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর যশ ও খ্যাতি আজও স্বীকৃত। অ-আহমদী হাকীমরাও তাঁর ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করে এবং এ সম্পর্কে কলম ধরে। যাহোক মহানবী (সা.)-কে গ্রহণ করার সূচনা এমন লোকদের মাধ্যমে হয় যারা সমাজের সকল স্তর থেকে ছিলেন এবং সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ছিলেন।

অপর এক জায়গায় মক্কার কাফেরদের আক্ষেপ এবং হিংসার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এমন সব উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যে, কাফেরদের হৃদয় সর্বদা পুড়ে ছাই হতো আর তারা কিছুতেই বুঝতে পারতো না যে, এই হৃদয়-জ্বালা নেভানোর জন্য আমরা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করব। এমন কোন সম্ভ্রান্ত বংশ ছিল না যার সদস্যরা মহানবী (সা.) এর দাসত্ব বরণ করে নি। হযরত যুবায়ের এক সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ছিলেন, হযরত তালহা সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন, হযরত উমর এক সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন, হযরত উসমান সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন এক সম্ভ্রান্ত বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, অনুরূপভাবে হযরত আমর বিন আস এবং খালেদ বিন ওয়ালীদ, যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন, মক্কার শীর্ষস্থানীয় বংশের মানুষ ছিলেন। আস্ অর্থাৎ আমরের পিতা বিরোধী ছিলেন, কিন্তু আমর মুসলমান হয়ে যান। ওয়ালীদ বিরোধী ছিল, কিন্তু খালেদ মুসলমান হয়ে যান। তিনি লিখেন যে, এক কথায় হাজার হাজার লোক এমন ছিল যারা ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল কিন্তু তাদের সন্তানসন্ততিরা নিজেদেরকে মহানবী (সা.) এর চরণে সমর্পন করে আর রণক্ষেত্রে নিজেদের পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে তরবারি চালনা করে। (তফসীরে কবীর, ৯ম খণ্ড, পৃ:৫৮৮)

হযরত উসমান বিন মাযঊন এর ইথিওপিয়ায় হিজরত এবং সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসারও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত উসমান বিন মাযঊন প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনে ইসহাকের মতে তিনি ১৩ জনের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এবং তার পুত্র সায়েব মুসলমানদের একটি দলের সাথে ইথিওপিয়ার প্রথম হিজরতও করেছিলেন। ইথিওপিয়ায় অবস্থানকালে যখন তারা সংবাদ পান যে, কুরাইশরা ঈমান আনয়ন করেছে, তখন তিনি মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের কাছে যখন মহানবী (সা.) এর সাথে মক্কাবাসীদের সিজদা করার সংবাদ পৌঁছে তখন তারা সেখান থেকে যাত্রা করেনআর তাদের সাথে আরো লোকজন ছিল। পূর্বেও বা বিগত খুতবাগুলোতে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছি। এই সিজদার কারণ কী ছিল? এ সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল যে, কাফেরদের সবাই মহানবী (সা.) এর আনুগত্য অবলম্বন করেছে। তারা মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে আসল ঘটনা জানতে পারেন; তখন ইথিওপিয়ায় ফিরে যাওয়া তাদের কাছে কঠিন মনে হচ্ছিল। অন্য কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে,তাদের কেউ কেউ সেখান থেকে ইথিওপিয়ায় ফিরেও গিয়েছিলেন এবং কারো নিরাপত্তার নিশ্চয়তাশূণ্য অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করতে যারা ভয় পাচ্ছিলেন তারাও চলে গিয়েছিলেন। যাহোক তারা কিছুকাল সেখানেই অবস্থান করেন, এমনকি তাদের প্রত্যেকেই মক্কাবাসীদের কারো না কারো আশ্রয় গ্রহণ করে। অর্থাৎ যারা সেখানে এসে যায় তারা কারো না কারো কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে অথবা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত কিছুকালের জন্য পথিমধ্যেই অবস্থান করে। হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) ওয়ালীদ বিন মুগীরা'র আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান যখন দেখেন যে, মহানবী (সা.) এবং তার সাহাবীরা কষ্ট পাচ্ছেন, মানুষ তাদেরকে মারধর করছে, তাদের ওপর অত্যাচার করছে, আর তিনি ওয়ালীদ বিন মুগীরা'র আশ্রয়ে আরামের সহিত জীবন যাপন করছেন। ওয়ালীদ মক্কার কাফের নেতাদের একজন অমুসলিম নেতা ছিল, তার কাছে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। উসমান বলেন, খোদার কসম, এক মুশরিকের আশ্রয়ে আমি নিরাপদে জীবন যাপন করছি অথচ আমার বন্ধু এবং পরিবারবর্গকে খোদার পথে দুঃখ এবং কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। নিশ্চয় আমার মাঝে কোন ত্রুটি রয়েছে, তিনি নিজেকে সম্বোধন করে এ কথা বলেন। অতএব তিনি ওয়ালীদ বিন মুগীরা'র কাছে যান এবং বলেন যে, হে আবু আবদে শামস! (এটি ওয়ালীদ বিন মুগীরা'র উপাধি ছিল) তোমার দায়িত্ব শেষ। আমি তোমার আশ্রয়ে ছিলাম,

রসুলের বাণী

خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوٰى

তাকওয়াই হল সর্বোত্তম পাথেয়।

দোয়াপ্রার্থী: আজকারুল ইসলাম, জামাত আহমদীয়া আমাইপুর, বীরভূম

এখন আমি এই আশ্রয় থেকে বেরিয়ে মহানবী (সা.) এর কাছে যেতে চাই, কেননা আমার জন্য মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। ওয়ালীদ বলে যে, হে আমার ভাতিজা! (ওয়ালীদ তার পিতার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল) সে বলে, হে আমার ভাতিজা! আমার নিরাপত্তার কারণে হয়ত তোমার কোন কষ্ট হয়েছে অথবা অসম্মান হয়েছে। তখন তিনি বলেন যে, না, কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা বা আশ্রয়েই সন্তুষ্ট। অর্থাৎ তোমার আশ্রয় থেকে বের হচ্ছি এবং আল্লাহ্‌র আশ্রয় বা নিরাপত্তায় সন্তুষ্ট। আর আমি তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয়প্রার্থী নই। ওয়ালীদ বলে যে, কাবা শরীফের কাছে চল এবং সেখানেই ঘোষণার মাধ্যমে আমার আশ্রয় ফিরিয়ে দাও যেমনটি কিনা আমি তোমাকে ঘোষণা দিয়ে আশ্রয় প্রদান করেছিলাম। হযরত উসমান বলেন, চলুন। অতঃপর তারা উভয়ে কাবা শরীফের কাছে যান। ওয়ালীদ বলে (অর্থাৎ সে মানুষের সামনে এই ঘোষণা করে) যে, এ হলো উসমান, যে আমাকে আমার আশ্রয় বা নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিতে এসেছে।উসমান বলেন, সে সত্য বলছে। নিশ্চয় আমি তাকে (অর্থাৎ আশ্রয় প্রদানকারী ওয়ালীদকে) প্রতিশ্রুতি পালনকারী এবং নিরাপত্তা বা আশ্রয়ের দিক থেকে সম্মানিত পেয়েছি। কিন্তু এখন আমি আল্লাহ্ ব্যাতিরেকে আর কারো আশ্রয়ে বা নিরাপত্তায় থাকতে চাই না। তাই আমি ওয়ালীদ প্রদত্ত নিরাপত্তা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। এরপর হযরত উসমান ফিরে যান।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৮৯-৫৯০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

ইথিওপিয়ায় এই হিজরতের উল্লেখ পূর্বেও বিভিন্ন সাহাবীর স্মৃতিচারণের সময় করা হয়েছে। পুনরায় সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করছি যা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও ইতিহাসের বিভিন্ন উদ্বৃতির বরাতে লিখেছেন। তিনি লিখেন, যখন মুসলমানদের কষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যায় আর কুরাইশদের নির্যাতন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে ইথিওপিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দেন এবং বলেন যে, ইথিওপিয়ার বাদশাহ্ ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক, তার রাজত্বে কারো প্রতি অবিচার করা হয় না। হাবশা দেশটি, যা ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া হিসেবে অভিহিত, আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এবং ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে দক্ষিণ আরবের মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে, আর মাঝে লোহিত সাগর ব্যাতিরেকে আর কোন দেশ নেই। সে যুগে ইথিওপিয়ায় এক শক্তিশালী খ্রিষ্টান রাজত্ব ছিল। সেখানকার বাদশাহ্‌র উপাধী ছিল নাজ্জাশী, বরং এখন পর্যন্ত সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানকে এ নামেই ডাকা হয় (অর্থাৎ যখন তিনি এটি লিখেছিলেন তখনকার কথা হচ্ছে)।ইথিওপিয়ার সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সেসময়কার নাজ্জাশী বা বাদশাহ্‌র নিজের নাম ছিল আসহামাহ্, যিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়বিচারক, জাগ্রত-বিবেক এবং শক্তিশালী বাদশাহ্ ছিলেন। যাহোক, মুসলমানদের কষ্ট যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন ইথিওপিয়ায় হিজরত করে। সুতরাং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে পঞ্চম নববীর রজব মাসে (অর্থাৎ নবুয়তের দাবির পাঁচ বছর পর) ১১ জন পুরুষ এবং ৪ জন মহিলা ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। তাদের মাঝে অধিক পরিচিত নামগুলো হলো- হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) এবং তার সহধর্মিণী রসূল (সা.)-এর কন্যা হযরত রুকাইয়্যা (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আল-আউয়াম (রা.), হযরত আবু হুযায়ফা বিন উতবা (রা.), হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.), হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.), হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ (রা.) আর তার স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রা.)। তিনি (রা.) লিখেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো- প্রাথমিক এই হিজরতকারীদের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের অন্তর্গত ছিলেন যারা কুরাইশের শক্তিশালী গোত্রগুলোর সদস্য, আর দুর্বল কমই চোখে পড়ে। এ থেকে দু'টো কথা বোঝা যায়। প্রথমত শক্তিশালী গোত্রের অন্তর্ভুক্তরাও কুরাইশদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ ছিল না। আর দ্বিতীয়ত দুর্বলরা, যেমন কৃতদাস শ্রেণির মানুষ, এতই দুর্বল ও অসহায় ছিল যে, তাদের হিজরত করার সামর্থ্যও ছিল না।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১৪৬-১৪৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজস্ব রীতিতে এই ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন; হযরত উসমান বিন মাযঊন এর মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ এবং এরপর লাবীদ বিন রাবিআ সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখেন, (এ কথা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে, তিনি ওয়ালীদের নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন) মক্কাবাসীদের অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মহানবী (সা.) একদিন তাঁর সাথিদের ডেকে পাঠান এবং বলেন পশ্চিম দিকে সমুদ্রের ওপারে একটি ভূখণ্ড রয়েছে যেখানে খোদা তা'লার ইবাদতের অপরাধেমানুষের ওপর অত্যাচার করা হয় না। ধর্ম পরিত্যাগের কারণে মানুষকে হত্যা করা হয় না। সেখানে এক ন্যায়বিচারক বাদশাহ্ আছেন। তোমরা হিজরত করে সেখানে চলে যাও। হয়ত (এর ফলে) তোমাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হবে। কতিপয় মুসলমান পুরুষ এবং নারী আর শিশু তাঁর (সা.) এই নির্দেশে আবিসিনিয়া চলে যায়। তাদের জন্য মক্কা থেকে বের হওয়া কোন সামান্য বিষয় ছিল না। এর সাথে আবেগের সম্পর্ক ছিল। নিজেদের দেশ ছেড়ে দেওয়া সাধারণ কোন বিষয় ছিল না। মক্কার লোকেরা নিজেদেরকে কাবাশরীফের তত্ত্বাবধায়ক জ্ঞান করত। আর মক্কা থেকে বেরিয়ে যাওয়া তাদের জন্য এক অসহনীয় ধাক্কা বা আঘাত ছিল। মক্কা থেকে বেরিয়ে যাবো-একথাটি কেবল সেই ব্যক্তিই বলতো পারতো যার এ পৃথিবীতে আর কোন ঠিকানা নেই। সুতরাং তাদের বের হওয়া খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল। আর বেরও তাদের হতে হয়েছে গোপনে। কেননা তারা জানতেন যে, যদি মক্কাবাসীরা জানতে পারে তাহলে তারা আমাদের বের হতে দেবে না। একারণে তারা তাদের আত্মীয়ও প্রিয়জনদের সাথে শেষ সাক্ষাৎ থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের সাথে দেখা করে যাওয়ার সুযোগওতারা পান নি, তারা গোপনে বেরিয়েছেন। তাদের হৃদয়ের যে অবস্থা ছিল তা-তো ছিলই। তাদেরকে যারা দেখেছে তাদের জন্যও তাদের অবস্থায় ব্যথিত না হয়ে উপায় ছিল না। এভাবে হিজরতের কথা যারা জানতে পারে,যারা ছিল অনাত্মীয়, তারাও তাদের এ অবস্থায় ব্যথিত ছিল। যেমন এ কাফেলা যখন বের হচ্ছিল তখন হযরত উমর, যিনি তখনও অবিশ্বাসী ছিলেন আর ইসলামের কঠিন শত্রু ছিলেন, মুসলমানদের যারা কষ্ট দিত তাদের মাঝে এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন; দৈবক্রমে এ কাফেলার কতক ব্যক্তির সামনে পড়ে যান। তাদের মাঝে উম্মে আবদুল্লাহ্ নামের একজন মহিলা সাহাবীও ছিলেন। হযরত উমর যখন বাধা জিনিসপত্র ও প্রস্তুত বাহনকে দেখেন তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, এরা মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বলেন, হে উম্মে আবদুল্লাহ্! এ-তো হিজরতের প্রস্তুতি মনে হচ্ছে। উম্মে আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি উত্তরে বললাম, হ্যাঁ। খোদার কসম, আমরা অন্য কোন দেশে চলে যাবো, কেননা তোমরা আমাদেরকে অনেক দুঃখ দিয়েছ আর আমাদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছ। আমরা ততদিন স্বদেশে ফিরে আসব না যতক্ষণ খোদা তা'লা আমাদের জন্য সহজসাধ্যতা ও আরামের বিধান না করবেন। উম্মে আবদুল্লাহ্ বলেন, উমর উত্তরে বলেন, আচ্ছা, খোদা তোমাদের সাথী হোন। তিনি বলেন, আমি তার কণ্ঠে নিদারুণ ভাবাবেগ অনুভব করেছি, অথচ তিনি মুসলমানদের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এই হিজরত দেখে গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি যে বলেছেন, খোদা তোমাদের সাথী হোন; সেই কণ্ঠে ছিল এক দয়া ও অনুকম্পা, যা ইতিপূর্বে আমি কখনো অনুভব করিনি। এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত উমর দ্রুত সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে চান। আমি অনুভব করলাম এ ঘটনায় তাঁর হৃদয় গভীরভাবে দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

যাহোক, মক্কাবাসীরা যখন তাদের হিজরতের কথা জানতে পারে, তখন তারা তাদের পিছু ধাওয়া করে আর সমুদ্র পর্যন্ত তাদের পেছনে পেছনে যায়। কিন্তু এই কাফেলা সমুদ্র উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছনোর পূর্বেই তারা ইথিওপিয়ার উদ্দেশে পাড়ি জমায়। মক্কাবাসীরা এটি অবগত হওয়ার পর ইথিওপিয়ার বাদশাহ্‌র কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়, যাদের কাজ হবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজিত করা এবং মুসলমানদের ফেরত পাঠাতে তাকে প্ররোচিত করা। যাহোক, এই প্রতিনিধি দল ইথিওপিয়ায় যায়, বাদশাহ্‌র সাথে মিলিত হয়। রাজদরবারীদেরও তারা মারাত্মকভাবে ক্ষেপিয়ে তুলে। কিন্তু আল্লাহ তা'লা ইথিওপিয়ার বাদশাহ্‌র হৃদয়কে দৃঢ়তা দান করেন। তিনি এদের নাছোড় মনোবৃত্তি সত্ত্বেও, রাজদরবারীদের নাছোড় মনোবৃত্তি সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে কাফিরদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানান। রাজদরবারীরাও মক্কাবাসীদের কথায় গলে যায় আর তারাও বাদশাহ্‌কে জোর দিয়ে বলে যে, এদেরকে মক্কাবাসী অর্থাৎ কাফেরদের হাতে সোপর্দ করুন। এই প্রতিনিধিদল যখন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে তখন মক্কাবাসীরা মুসলমানদের ফেরত আনার জন্য অপর একটি ফন্দি আঁটে আর তাহলো ইথিওপিয়াগামী কতক কাফেলার মাঝে এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, মক্কার সব মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে। এই খবর যখন ইথিওপিয়া পৌঁছে তখন অধিকাংশ

মুসলমান আনন্দের আতিশয্যে মক্কার পথে রওয়ানা হয়। কিন্তু মক্কায় পৌঁছে তারা জানতে পারে যে, এ খবর নিছক দুস্কৃতিমূলকভাবে ছড়ানো হয়েছে যাতে সত্যের লেশমাত্রও নেই। তখন কিছু লোক, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, ইথিওপিয়া ফিরে যায়আর কিছু মক্কায় অবস্থান করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, মক্কায় অবস্থানকারীদের মাঝে হযরত উসমান বিন মাযঊনও ছিলেন, যিনি মক্কার অনেক বড় এক সম্পদশালী ব্যক্তির সন্তান ছিলেন। এবার তার পিতার এক বন্ধু ওয়ালীদ বিন মুগীরা তাকে আশ্রয় দেন। তিনি নিরাপদে মক্কায় বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু তখন তিনি দেখেন যে, অন্য কতক মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে আর তাদের কঠিন থেকে কঠিনতর কষ্ট দেওয়া হয়। তিনি যেহেতু আত্মাভিমানী যুবক ছিলেন, তাই ওয়ালীদের কাছে যান আর বলেন যে, আমি আপনার আশ্রয় ফেরত দিচ্ছি। কেননা আমার জন্য এটি অসহনীয় যে, অন্য মুসলমানরা কষ্ট সহ্য করবে আর আমি আরামে বা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকব! সুতরাং ওয়লীদ ঘোষণা করে দেয় যে, উসমান এখন আর আমার আশ্রয়ে নেই।

এরপর একদিন আরবের এক প্রসিদ্ধ কবি লাবীদ মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে বসে তার কবিতা শুনাচ্ছিল। সে একটি পঙ্‌ক্তিপড়ে যে, وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ যার অর্থ হলো একদিন সকল নেয়ামত ফুরিয়ে যাবে, উসমান বিন মাযঊন বলেন, এটি ভুল কথা; জান্নাতের নেয়ামত চিরস্থায়ী। লাবীদ অনেক বড় এক মানুষ ছিল। এ উত্তর শুনে সে ক্ষেপে যায় এবং বলে, হে লোকসকল! তোমাদের অতিথিকে পূর্বে এভাবে অপদস্থ করা হতো না। এই নতুন সংস্কৃতি কবে থেকে আরম্ভ হলো? তখন একব্যক্তি বলে যে, এ নির্বোধ মানুষ, তারা কথায় কর্ণপাত করবেন না। হযরত উসমান নিজের কথায় অবিচল থেকে বলেন, এতে নির্বুদ্ধিতার কী আছে? আমি যে কথা বলেছি তা সত্য। তখন এক ব্যক্তি গিয়ে সজোরে তাঁর মুখে ঘুসি মারে যার ফলে তাঁর একটি চোখ বের হয়ে আসে বা ফুলে যায়। তাঁর আশ্রয়দাতা ও পিতার বন্ধু ওয়ালীদ তখন সেই বৈঠকে বসে ছিল। উসমানের পিতার সাথে তার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তার প্রয়াত বন্ধুর পুত্রের এ অবস্থা তার কাছে অসহনীয় ছিল, কিন্তু মক্কার রীতি অনুসারে উসমান যেহেতু তার নিরাপত্তায় আশ্রিত ছিলেন না তাই সে তার পক্ষও নিতে পারছিল না। অতএবঅন্য কিছু করতে না পেরে গভীর দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে উসমানকেই সে বললো যে, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! খোদার কসম, তোমার এই চোখ এই আঘাত থেকেনিরাপদ থাকতে পারতো, কেননা তুমি আমার বা একটি সুদৃঢ় নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ছিলে, (অর্থাৎ ওয়ালীদের আশ্রয়ে ছিল) কিন্তু তুমি নিজেই তোমার আশ্রয়কে পরিত্যাগ করেছ আর আজকে এই দিন দেখতে হচ্ছে। হযরত উসমান উত্তরে বলেন, আমার সাথে যা কিছু হয়েছে আমি নিজেই এর বাসনা পোষণ করতাম। তুমি আমার বেরিয়ে আসা চোখের জন্য বিলাপ করছ, অথচ আমার সুস্থ চোখও ছটফট করছে যে, তার বোনের সাথে যা হয়েছে তা তার সাথে কেন হচ্ছে না? তিনি লিখেন, উসমান ওয়ালীদকে উত্তর দেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ আমার জন্য যথেষ্ট। যদি তিনি কষ্ট সহ্য করেন তাহলে আমি কেন করব না? আমার জন্য খোদার নিরাপত্তাই যথেষ্ট।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২০২-২০৫)

উসমান বিন মাযঊন এবং আরবের প্রসিদ্ধ কবি লাবীদ বিন রাবিআ'র ঘটনার উল্লেখ ইতিহাসে আরো একভাবেও পাওয়া যায়। আমি সেটিও শুনিয়ে দিচ্ছি, সে আরবের প্রসিদ্ধ কবি ছিল। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে কুরাইশদের বৈঠকে বসা ছিল। হযরত উসমানও তার কাছে বসে যান। লাবীদ প্রথমে পঙ্‌ক্তির এই ছত্র পড়ে-

اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ অর্থাৎ সাবধান, আল্লাহ ছাড়া বাকি সবকিছু বৃথা। তখন হযরত উসমান বলেন,তুমি সত্য বলেছ। পুনরায় লাবীদ বলে, وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সকল নেয়ামত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। হযরত উসমান বলেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। মানুষ তার দিকে তাকায় আর লাবীদকে বলে যে, পুনরায় পড়। লাবীদ পুনরায় পড়ে আর উসমান পূর্ববৎ একবার সত্যায়ন ও একবার খণ্ডন করেন, অর্থাৎ জান্নাতের নিয়ামত বিলুপ্ত হবে না। লাবীদ বলে, হে কুরাইশগণ! তোমাদের বৈঠক তো এমন ছিল না। তাদের মাঝে এক আহাম্মক দাঁড়িয়ে হযরত উসমানের চোখের ওপর থাপ্পড় মেরে বসে বা ঘুসি মারে, যার ফলে তাঁর চোখ নীলাভ হয়ে যায় বা ফুলে যায়। তার চতুষ্পার্শ্বে উপস্থিত মানুষ বলে যে, উসমান!খোদার কসম, তুমি একটি নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলে আর তোমার চোখ এমন কষ্ট থেকে নিরাপদ ছিল যার এখন তুমি সম্মুখীন হয়েছ। তখন উসমান বলেন,খোদার আশ্রয় বেশি নিরাপদ এবং অধিক সম্মানজনক। আমার দ্বিতীয় চোখও সেই সমস্যাক্লিষ্ট হওয়ার বাসনা রাখে যাতে এই চোখ ক্লিষ্ট হয়েছে। মহানবী (সা.) এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের অনুসরণ আমার জন্য আবশ্যক। ওয়ালীদ বলে, আমার আশ্রয়ে তোমার কী ক্ষতিটা হয়েছে? উত্তরে উসমান বলেন, খোদার নিরাপত্তা ছাড়া আমার অন্য কারো নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৯০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

এ ছিল সেসব লোকের ঈমানী অবস্থা, এছিল নিজের সাথিদের জন্য মর্মবেদনা, অর্থাৎ তারা যদি কষ্টে থাকেন তাহলে আমরা কেন সুখে থাকব? বরং মহানবী (সা.) এর সাথে যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল তা-তো ছিলই অর্থাৎ তিনি যদি কষ্টে থাকেন তাহলে আমি কেন নিরাপদ থাকব? সাহাবাদের অবস্থা দেখেও তাঁর বড় কষ্ট হতো।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উসমান বিন মাযঊনের এভাবে উত্তর দেওয়ার কারণ হলো, তিনি কুরআন করীম শুনে রেখেছিলেন, ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং কুরআন করীম পড়েছিলেন। এখন তাঁর দৃষ্টিতে কবিতার কোন গুরুত্বই ছিল না। তিনি লেখেন, পরে লাবীদও মুসলমান হয়ে যায় আর মুসলমান হওয়ার পর লাবীদও এই পন্থাই অবলম্বন করেন। যেমন একবার হযরত উমর (রা.) তাঁর একজন গভর্ণরকে বলে পাঠান যে, আমার কাছে কিছু প্রসিদ্ধ কবির নতুন কবিতা পাঠাও। লাবীদের কাছে, যিনি তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, এই ইচ্ছা ব্যক্ত করা হলে তিনি কুরআন করীমের কয়েকটি আয়াত লিখে পাঠিয়ে দেন।

হযরত উসমানের সাথে মহানবী (সা.) এর যে সম্পর্ক ও ভালোবাসা ছিল তার বহিঃপ্রকাশ এই একটি ঘটনার মাধ্যমে ঘটে; রওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তার ইন্তোকালের পর মহানবী (সা) তাকে চুমু খান আর তাঁর (সা.) এর চোখ থেকে তখন অশ্রু প্রবহমান ছিল। মহানবী (সা.) এর পুত্র ইব্রাহীমের যখন ইন্তেকাল হয় তখনও তিনি তার পবিত্র লাশের উদ্দেশ্যে বলেন,**'আলহিক্ব বেসালাফিনাস্ সালেহ্ উসমান ইবনা মাযঊন।'** অর্থাৎ আমাদের পুণ্যবান স্নেহভাজন উসমান বিন মাযঊন এর সাহচর্যে গিয়ে মিলিত হও।

(ফাযায়েলুল কুরআন, নং-৪, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১২, পৃ: ৪৫৬)

হযরত উসমান বিন মাযঊনের মদিনায় হিজরতের ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ:উসমান বিন মাযঊন,হযরত কুদামা বিন মাযঊন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাযঊন ও হযরত সায়েব বিন উসমান মদিনায় হিজরতের সময় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালামা আজলানীর ঘরে অবস্থান করেন। অপর এক উক্তি অনুসারে এসব লোক হযরত হেযাম বিন ওদিয়ার ঘরে অবস্থান করেন। মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকদী বর্ণনা করেন, মাযঊন পরিবার তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের নরনারী সকলেই সমবেতভাবে হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তাদের কেউ মক্কায় থেকে যায় নি। হযরত উম্মে আলা বর্ণনা করেন যে, যখন মহানবী (সা.) ও মুহাজিরগণ মদিনা আসেন তখন আনসারের বাসনা ছিল তাদেরকে নিজেদের ঘরে রাখার। তখন তাদের জন্য লটারি করা হয়। হযরত উসমান বিন মাযঊন আমাদের ভাগে আসেন। মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন মাযঊন ও হযরত আবু হায়সাম বিন তায়হানের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০২-৩০৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হযরত উসমান মদিনায় হিজরত করেন আর বদরের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি সবার চেয়ে অধিক আন্তরিক উচ্ছ্বাস নিয়ে ইবাদত করতেন। দিনে রোজা রাখতেন, রাতে ইবাদত করতেন। কামনা বাসনা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করতেন। নারীসঙ্গ বর্জনের চেষ্টা করতেন। তিনি মহানবী (সা.) এর কাছে জগৎ ছেড়ে দেওয়া ও খোজা হয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন,কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে এমনটি করতে বারণ করেন। ইতিহাস গ্রন্থ ওসদুল গাবায় এটি লিখিত আছে।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৯০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

এরপর এই রেওয়ায়েত রয়েছে যে, একদিন হযরত উসমান বিন মাযঊনের স্ত্রী মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীদের কাছে আসেন। মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীরা তাকে আগোছালো অবস্থায় অর্থাৎ ময়লা কাপড় ও আগোছালো চুল দেখে বলেন, তুমি নিজের অবস্থা এমনটি কেন বানিয়ে

রেখেছ? নিজেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখো। কুরাইশদের কেউ তোমার স্বামীর চেয়ে বেশী সম্পদশালী নয়। এমন নয় যে, তোমার সামর্থ্য নেই। তোমার স্বামী খুবই ধনবান মানুষ, নিজের অবস্থা সুধরাও। তখন হযরত উসমানের স্ত্রী মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে, যাদের সবাই একসাথে বসেছিলেন, বলেন,আপনারা উসমানের যে ধনসম্পদের কথা বলছেন সেসবেআমাদের কোন অধিকার নেই; কেন? কেননা আমার জন্য তার মাঝে কোন আবেগ-অনুভূতি নেই। তিনি রাতে ইবাদত করেন আর আল্লাহর ইবাদতেই রত থাকেন, আমাদের প্রতি মনোযোগ দেন না। দিনে রোজা রাখেন। মহানবী (সা.) আসলে তাঁর পবিত্র স্ত্রীরা তাঁকে ওসমানের স্ত্রীর কথা অবহিত করেন। মহানবী (সা.) হযরত উসমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, আমার সত্তায় কি তোমার জন্য কোন আদর্শ নেই? তিনি নিবেদন করেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, ব্যাপার কী? আমি শতভাগ আপনার কথা অনুসারে চলার চেষ্টা করি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সারাদিন রোজা রাখ আর সারারাত ইবাদত কর? তিনি বলেন, জ্বী হ্যাঁ,আমি এমনই করি। তিনি (সা.) বলেন, এমনটি করো না। তোমার চোখের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে, তোমার দেহের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে, তোমার পরিবার-পরিজনেরও তোমার কাছে প্রাপ্য রয়েছে, তোমার স্ত্রী-সন্তানের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে। সুতরাং নামায পড়, আবার ঘুমাও। নফল পড়, রাতে জাগ, কিন্তু ঘুমানোও আবশ্যক। রোজা রাখ আবার রোজা ছেড়েও দাও। যদি ঐচ্ছিক রোজা রাখতে হয় রাখ, কিন্তু কিছু দিন রোজা ছেড়ে দেয়াও আবশ্যক। হযরত উসমানকে মহানবী (সা.) এর একথা বলার স্বল্পকাল পর তাঁর স্ত্রী পুনরায় মহানবী (সা.) এর স্ত্রীদের কাছে আসেন। তিনি তখন এমনভাবে সুগন্ধি লাগিয়ে রেখেছিলেন যেন তিনি নববধূ। তাঁরা বলেন ব্যপার কী, আজ খুব সেজেগুজে রয়েছে? তখন তিনি বলেন, আমরাও সেসব পেয়েছি যা মানুষের লব্ধ রয়েছে। অর্থাৎ এখন স্বামী মনোযোগ দিচ্ছেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

এবিষয়ে হযরত আয়েশার পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন মাযঊনকে ডাকেন এবং বলেন, তুমি কি আমার রীতি অপছন্দ কর? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! না, আমি আপনার পন্থাই অন্বেষণ করি। তিনি (সা.) বলেন, আমি ঘুমাইও, আবার নামাযও পড়ি। রোজাও রাখি আবার রোজা ছেড়েও দেই। মহিলাদের বিয়েও করি। হে উসমান! খোদাকে ভয় কর। তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, তোমার অতিথির অধিকার রয়েছে,আর স্বয়ং তোমার নিজ প্রাণেরও তোমার ওপর অধিকার রয়েছে। সুতরাং কোন কোন সময় রোজা রেখো আর কোন সময় ছেড়ে দিও। নামাযও পড় আবার বিশ্রামও কর।

(সুনান ইবনে দাউদ, কিতাবুত তাতাউ, হাদীস-১৩৬৯)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বুখারীর বরাতে বর্ণনা করেন যে,হযরত সাদ বিনআবি ওক্কাস বর্ণনা করেন,হযরত উসমান বিন মাযঊন মহানবী (সা.) এর কাছে স্ত্রীদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করার অনুমতি প্রার্থনা করেন; কিন্তু তিনি (সা.) এর অনুমতি দেন নি। যদি তিনি অনুমতি দিতেন তাহলে আমরাও সম্পূর্ণভাবে নিজেদের খোজা বানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। অর্থাৎ এই আকর্ষণকে বিলুপ্ত করার জন্য পুরো চেষ্টা করতাম।

বুখারীর যে হাদীসটি রয়েছে সেটির অনুবাদ তুলে ধরছি। হযরত সাদ বিন ওক্কাস বলেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন বৈরাগ্য বা জগতবিমুখতার যে অনুমতি মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রার্থনা করেছেন, মহানবী সেই অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এটি বুখারীর নিকাহ্ অধ্যায়ের হাদীস। তাতে এটিও লেখা আছে যে, তিনি (সা.)যদি অনুমতি দিতেন তাহলে হয়ত আমরা সকলেই সম্পূর্ণভাবে বৈরাগী বা সংসারত্যাগী হয়ে যেতাম।

(সহী বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস- ৫০৭৩)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

“যে কাজ ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম’ ছাড়া আরম্ভ করা হয়, সেটি অসম্পূর্ণ ও কল্যাণশূন্য থেকে যায়।”

(আল জামিয়ুস সাগীর লিল সুয়ুতি হারফে কাফ)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া, মুর্শিদাবাদ

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব আরো লিখেন, “হযরত উসমান বিন মাযঊন বনী জুমাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখতেন। অত্যন্ত সূফী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন । তিনি অজ্ঞতার যুগেই মদ্যপান করা থেকে দূরে ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও কখনোমদ পান করতেন না। ইসলাম গ্রহণের পরও সংসারত্যাগী হওয়ার বাসনা রাখতেন। কিন্তু মহানবী(সা.) এই বলে তাকে অনুমতি দেন নি যে, ইসলামে কৌমার্যের অনুমতি নেই।”

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত ‘সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১২৪)

ইসলাম বলে পৃথিবীতে থাক, আল্লাহ তা’লা পৃথিবীতে যেসব নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন সেগুলো উপভোগ কর, কিন্তু আল্লাহ্ তা’লাকে ভুলবে না। তিনি যেন সবসময় দৃষ্টিপটে থাকেন।

হযরত কুদামা বিন মাযঊন কর্তৃক বর্ণিত, হযরত উমর বিন খাত্তাব হযরত উসমান বিন মাযঊনের সাথে মিলিত হন। তিনি তার বাহনের ওপর ছিলেন আর উসমান তাঁর বাহনের ওপর। আসায়া নামক উপত্যকায় তাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। আসায়া যুল হুলায়ফার পর জোহফার রাস্তায় মদিনা থেকে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। এটি এই জায়গার ভৌগলিক অবস্থান। হযরত উমরের উষ্ট্রী হযরত উসমানের উষ্ট্রীকে বেশি কাছে এসে যাওয়ার কারণে ধাক্কা দেয় বা চাপ দেয়। মহানবী (সা.) এর বাহন কাফেলার বেশ অগ্রভাগে ছিল। হযরত উসমান বিন মাযঊন বলেন, ইয়া গালকাল ফিতনা! আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। বাহন যখন দাঁড়িয়ে যায় তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব কাছে আসেন আর বলেন, হে আবু সায়েব! (অর্থাৎ হযরত উসমান বিন মাযঊনকে বলেন) খোদা তোমায় ক্ষমা করুন। তুমি আমাকে এটি কোন নামে ডাকলে? তিনি গালকাল ফিতনা বলে ডেকেছিলেন। তিনি বলেন, খোদার কসম, যে নামে আমি আপনাকে ডেকেছি সেই নাম আমি রাখিনি বরং মহানবী (সা.) আপনার সেই নাম রেখেছেন। হযরত উসমান বিন মাযঊন বলেন, মহানবী (সা.) কাফেলার অগ্রভাগে রয়েছেন, আপনি যদি চান তাঁকে জিজ্ঞেসও করতে পারেন। এর বিস্তারিত বিবরণ তিনি এভাবে প্রদান করেন যে, একবার তিনি অর্থাৎ হযরত উমর আমাদের পাশ দিয়ে যান আর আমরা মহানবী (সা.) এর সাথে বসেছিলাম। মহানবী (সা.) বলেন, এব্যক্তি **‘গালকুল ফিতনা’** অর্থাৎ নৈরাজ্যের পথে বাধা। একথা বলতে গিয়ে তিনি (সা.) তাঁর হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেন যে, তোমাদেরও নৈরাজ্যের মাঝে একটি দ্বার থাকবে যা কঠিনভাবে আবদ্ধ থাকবে যতদিন এ ব্যক্তি তোমাদের মাঝে জীবিত থাকবেন।

(আল মুজামিল কবীর লিততিবরানী, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৬-৩৯, হাদীস- ৮৩২১, দার আহইয়াততুরাসুল আরাবী, বেরুত) (ফারহাঙ্গে সীরাত, প্রণেতা সৈয়্যদ ফযলুর রহমান, পৃ: ২৯, যোয়ার একাডেমি পাবলিকেশন, করাচী)

অর্থাৎ হযরত উমর যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন ইসলামে কোন নৈরাজ্য দেখা দেবে না আর ইতিহাসও তা-ই বলে। এর পরই বেশির ভাগ নৈরাজ্য মাথা চাড়া দিয়েছে।

এখানে হযরত উসমান বিন মাযঊন হযরত উমর বিন খাত্তাব সম্পর্কে যে গালকুল ফিতনা শব্দ ব্যবহার করেছেন এর বিশদ বিবরণ দিচ্ছি। হযরত হুযায়ফা বর্ণনা করেন, আমরা উমর (রা.) এর কাছে বসে ছিলাম। তিনি বলেন, তোমাদের মাঝেকে নৈরাজ্য সম্পর্কে মাহনবী (সা.) এর কথা মনে রেখেছে? আমি বললাম, আমি, ঠিক সেভাবে যেভাবে তিনি (সা.) বলেছেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.) যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবে।হযরত উমর বলেন, তুমি মহানবী(সা.) সম্পর্কে বা হয়ত বলেছেন রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অনেক সাহস রাখ। অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস অনেক বেশি মনে হচ্ছে, বড় বীরত্ব প্রদর্শন করছ। আমি বললাম, মানুষের ওপর তার স্ত্রী, সম্পদ ও সন্তানসন্ততি এবং প্রতিবেশীর কারণেপরীক্ষা আসে; এগুলোও নৈরাজ্য। আর নামায, রোযা, সদকা ও পুণ্যের আদেশ দেয়া, পাপ থেকে বিরত রাখা এই পরীক্ষাকে দূর করে। হযরত উমর বলেন, আমার কথার অর্থ সন্তানসন্ততি, সম্পদ ইত্যাদির ফিতনা নয়, যা তুমি নামায পড়ে, রোযা রেখে, নেক কাজ করে, সদকা দিয়ে দূরীভূত করতে পার, বরং আমি সেই নৈরাজ্যের কথা বলছি যা সেভাবে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হবে যেভাবে সমুদ্র হয়ে থাকে। অর্থাৎ বড় ভয়াবহ ফিতনা এই উম্মতে দেখা দিবে। হযরত হুযায়ফা বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! সেটির জন্য আপনার কোন ভয় নেই। অর্থাৎ সেই যে নৈরাজ্য দেখা দেবে, এর পক্ষ থেকে আপনার কোন আশঙ্কা নেই। আপনার আয়ুষ্কালে এটি দেখা দেওয়ার কোন আশঙ্কা নেই, কেননা আপনার ও এর মাঝে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে। হযরত উমর জিজ্ঞেস করেন, এটি কি ভাঙা হবে নাকি খোলা হবে? তিনি (অর্থাৎ হুযায়ফা) সে কথাই

বলেন, যা মহানবী (সা.) বলেছেন যে, এক আবদ্ধ দরজা থাকবে। অর্থাৎ নৈরাজ্য ও তার মাঝে একটি আবদ্ধ দ্বার বিদ্যমান থাকবে। হযরত উমর তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, সেই দরজা কি ভেঙে ফেলা হবে, নাকি খুলে দেওয়া হবে? তিনি বলেন, সেই দরজা ভেঙে ফেলা হবে। হযরত উমর বলেন, তাহলে তা কখনোবন্ধ হবে না। যদি দরজা খোলা হয় তাহলে বন্ধ করার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যদি ভেঙে ফেলা হয় তাহলে তা বন্ধ করা খুবই কঠিন কাজ। তখন হযরত উমর বলেন, তাহলে তো তা কখনো বন্ধ হবে না। অর্থাৎ নৈরাজ্য একবার আরম্ভ হলে তা চলমান থাকবে। আজ আমরা দেখি যে, এসকল নৈরাজ্য মুসলমান উম্মতে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। একের পর এক নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিতে থাকে। হযরত উসমান ও হযরত আলীর যুগে এবং পরবর্তী বিভিন্ন যুগেও, বরং এখন পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে একই ধারা অব্যাহত আছে। তারা একে অন্যের রক্তপিপাসু শত্রু। আর সেই দেওয়ালের পেছনে এরা আশ্রয় নিতে চায় না যা আল্লাহ তা'লা এযুগে সেই দ্বার বন্ধ করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মাধ্যমে দাঁড় করিয়েছেন। তাই নৈরাজ্য বেড়ে চলেছে। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকেও নিরাপদ রাখুন যেন আমরা আহমদীরা সেই ঢালের পেছনে থাকি যা আল্লাহ তা'লা এযুগে হযরত মসীহ্ মওউদ এর মাধ্যমে আমাদেরকে দান করেছেন; এবং সেই দেওয়ালের পেছনে থাকি। যাহোক এসব কথা হচ্ছিল। হযরত উমর বলেন, তাহলে তো এই নৈরাজ্য কখনো বন্ধ হবে না। তখন আমরা, অর্থাৎ যারা বসেছিল, রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী বা হযরত হুযায়ফাকে জিজ্ঞেস করি, হযরত উমর সেই দরজাকে জানতেন কি? হযরত হুযায়ফা বলেন, হ্যাঁ জানতেন। তিনি ঠিক সেভাবে জানতেন যেভাবে পরবর্তী দিন আসার পূর্বে রাত হয়ে তাকে। অর্থাৎ এটি শতভাগ নিশ্চিত কথা। হযরত উমর জানতেন যে, তারপর নৈরাজ্য মাথাচাড়া দেবে।

(সহী বুখারি, কিতাব মোয়াকিতুস সালাত কাফারা, হাদীস- ৫২৫)

হযরত উসমান বিন মাযঊন প্রথম মুহাজের ছিলেন যিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মদিনায় দ্বিতীয় হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। কারো কারো মতে বদরের যুদ্ধের ২২মাস পর তাঁর মৃত্যু হয়েছে । আর যাদের জান্নাতুল বাকী-তে দাফন করা হয়েছে তাদের মাঝে তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৯১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

যাহোক তার বরাতে আরো কিছু কথাও আছে যা ইনাশাল্লাহ্ ভবিষ্যতে বর্ণনা করবো।

****

প্রথম পাতার পর.....

যেরূপে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, খোদার পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা চেয়েছে পৃথিবীতে ইসমাঈলী ও ইসরাঈলী নামে দুই ধারাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে। প্রথম ধারাটি হযরত মূসার (আ.) দ্বারা প্রবর্তিত হয়ে হযরত মসীহ পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে যা চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অনুরূপভাবে হযরত রসুলে আকরম (সা.) থেকে আরম্ভ করে আজ চতুর্দশ শতাব্দীতে একজন মসীহর আগমণের আভাস দেওয়া হয়েছে। চৌদ্দ সংখ্যাটির একটি বিশেষ গুরুত্ব এটিও যে, মানুষ চৌদ্দ বছরে সাবলকত্ব অর্জন করে। হযরত মূসা সংবাদ পেয়েছিলেন যে, মসীহ সেই সময় আসবেন যখন ইহুদী জাতির মধ্যে অনেক দলাদলি হবে। তাদের একে অপরের ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে ভীষণ সংঘাত দেখা দিবে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ ফিরিসতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসে। অনেকে আবার কিয়ামত দিবস ও পুনরুত্থানকে প্রত্যাখ্যান করে। মোট কথা যখন একের পর এক অধার্মিক আচরণ ছড়িয়ে যেতে থাকবে, তখন 'হাকাম' বা ন্যায় বিচারক হিসেবে তাদের মধ্যে মসীহ্র আবির্ভাব ঘটবে। অনুরূপভাবে আমাদের পূর্ণ পথপ্রদর্শক (সা.) আমাদেরকে সংবাদ দান করেছেন যে, যখন তোমরাও ইহুদীদের মত বহু ফির্কায় বিভক্ত হয়ে যাবে, তাদের মত বিভিন্ন প্রকারের অনৈতিক আচরণ ও ভ্রান্ত বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে থাকবে। আর ইহুদী উলেমাদের মত পরস্পরকে কাফের নামে অভিহিত করবে। সেই সময় এই উম্মতের মসীহও মীমাংসাকারী হিসেবে পৃথিবীতে আসবেন যিনি কুরআন থেকে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করবেন। মসীহ্র মত তাঁকেও স্বজাতির হাতে নিগৃহীত হতে হবে আর তার উপর কাফেরের তকমা সেঁটে দেওয়া হবে। যদি তারা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে সেই ব্যক্তিকে দাজ্জাল ও কাফের নামে অভিহিত করে থাকে, তবে এক্ষেত্রেও এমনটি হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আগমণকারী মসীহকে কাফের ও দাজ্জালের তকমা দেওয়া হবে। কিন্তু যে ধর্মবিশ্বাস আপনাদেরকে শেখানো হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট, এর জন্য কোন দলিলেরও প্রয়োজন নেই। বরং এটির সঙ্গে রয়েছে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৬-৩৮) (ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম)

ড্রাইভার পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি
(সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ানে ড্রাইভারের শূন্যপদে নিয়োগ করা জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে। যে সমস্ত ব্যক্তি ড্রাইভার হিসেবে জামাতের সেবা করতে ইচ্ছুক তারা নিজেদের আবেদন পত্র দুই মাসের মধ্যে নাযারত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ায় পাঠিয়ে দিন। শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১) প্রত্যাশীর কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ড্রাইভিং-এর অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। ২) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই। ৩) প্রত্যাশীর জন্ম প্রমাণ পত্র অবশ্যই থাকতে হবে। ৪) সেই প্রত্যাশীকেই ড্রাইভার হিসেবে নেওয়া হবে যে নিয়োগ বোর্ডের ইন্টারভিউ পাস করবে। ৫) প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়ে নিজেকে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান প্রমাণ করতে হবে। ৬) ড্রাইভারদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সমান ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। ৭) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। ৮) প্রত্যাশী ড্রাইভার হিসেবে নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

নোট: নির্দিষ্ট আবেদন ফর্ম নাযারত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া থেকে সংগ্রহ করুন। আবেদন ফর্ম নিয়মানুযায়ী পুরণ হয়ে আসার পর তা কার্যকরী হবে।

চতুর্থ শ্রেণীর শূন্যপদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি
(সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ানে চতুর্থ শ্রেণীতে শূন্যপদে নিয়োগ করা জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে। যে সমস্ত ব্যক্তি এই পদে জামাতের সেবা করতে ইচ্ছুক তারা নিজেদের আবেদন পত্র পুরণ করে নাযারত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ায় পাঠিয়ে দিন। শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই। ২) প্রত্যাশীর বয়স ২৫ বছরের নীচে হওয়া আবশ্যক প্রত্যাশীর জন্ম প্রমাণ পত্র অবশ্যই থাকতে হবে। ৩) সেই প্রত্যাশীকেই ড্রাইভার হিসেবে নেওয়া হবে যে নিয়োগ বোর্ডের ইন্টারভিউ পাস করবে। ৪) প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। ৫) ড্রাইভারদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সমান ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। ৬) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। ৭) প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম নাযারত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া থেকে চেয়ে পাঠান। এই বিজ্ঞপ্তির দুই মাসের মধ্যে যে আবেদন পত্র আসবে, কেবল সেগুলিই গ্রাহ্য হবে।

(নাযির দিওয়ান, কাদিয়ান)

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন:

ই-মেল: nazaratdiwanqdn@gmail.com

Office: 01872-501130

বদর পত্রিকা সংরক্ষণ করুন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের স্মারক 'বদর পত্রিকা' ১৯৫২ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এতে কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত ও লেখনী ছাড়াও সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবা ও ভাষণ, বার্তা, প্রশ্নোত্তর আকারে খুতবা জুমা, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ঈমান উদ্দীপক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর অধ্যায়ন করা, অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বদর পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেওয়া আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বলিত এই পবিত্র পত্রিকা সম্মানের দাবি রাখে। অতএব এটিকে বাতিল কাগজ হিসেবে বিক্রি করা এর সম্মানকে পদদলিত করার নামান্তর। যত্ন করে রাখা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেগুলিকে অতি সাবধানে নষ্ট করে দিন যাতে এই পবিত্র লেখনী গুলির অসম্মান না হয়। আশা করা যায়, জামাতের সদস্যবর্গ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিবেন এবং এর থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখবেন।

(সম্পাদকীয়)

২ পাতার পর..

মসজিদ নির্মাণের পর বা এই স্থানটিকে মসজিদ হিসেবে নামকরণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু এটি তখনই সার্থকতা পবে যখন আশপাশের মানুষ জানতে পারবে যে, এখানে আগমণকারী মুসলমানেরা বা এখানে ইবাদতকারীরা আমাদের জন্য কোন সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, বরং আমাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এই মসজিদের নির্মাণ এখানকার মানুষের হৃদয়ে আমাদের প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক ভালবাসা তৈরী করেছে এবং এদিকে মনোযোগ সৃষ্টি করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ করুন আপনারা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানকারী হন, পাঁচ ওয়াক্ত যেন মসজিদ উন্মুক্ত থাকে এবং মসজিদে নামাযীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনুরূপভাবে পারস্পরিক ভালবাসাও যেন সৃষ্টি হয়- আশপাশের এলাকায়, শহরে এবং অন্যদের মধ্যেও যেন এই চেতনা জাগে যে, আপনারা তাদের অধিকার প্রদানকারী এবং শান্তি ও ভালবাসার পরিবেশ সৃষ্টিকারী। আর অন্যান্য মুসলমানদের সম্পর্কে যে একটি ধারণা রয়েছে যে, এরা বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী, সন্ত্রাসী- এমনটি তারা যেন আমাদের সম্পর্কে না চিন্তা করে, বরং মনে করে যেন আমরা সেই সমস্ত মুসলমান যাদের কাজ হল শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখা। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করুন আর এতদ্অঞ্চলের মানুষকেও এই বার্তা অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন যে, মসজিদ নির্মাণের পর পরিচিতি লাভের সঙ্গেই জামাতেরও বিস্তার ঘটে, আল্লাহ্ করুন তিনি যেন এখানেও জামাতের প্রসার লাভের উপকরণ তৈরী করেন।

বেলজিয়ামের জলসা সালানায় হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন যারা পাকিস্তানে আহমদীদের জন্য তৈরী করা প্রতিকুল অবস্থার কারণে এখানে এসেছেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে খুব কমই এমন আছেন বা হয়তো দুএকজন এমন আছেন যাদেরকে সরাসরি কোন প্রকার দুঃখের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়েছে। পাকিস্তানে এই ভীতি অবশ্যই আছে যে, আমাদের স্বামী, সন্তান ও নিকটাত্মীয়রা বিপদের মধ্যে আছেন। কোন উন্মাসিক তথাকথিত মৌলবীর প্ররোচনায় যে কোন মূহুর্তে ক্ষতি করে বসতে পারে। পাকিস্তানে বসবাসরত প্রত্যেক আহমদীর মাথার উপর এই ভীতি, উদ্বেগের এই তরবারি সব সময় ঝুলছে। কিন্তু এটিও বাস্তব যে, সাধারণত মহিলা ও স্বল্পবয়স্করা সেই কঠোর পরিস্থিতির কথা ভুলে যায়। প্রায় দেখা গেছে যে, এখানে জন্মগ্রহণ করা ছেলেমেয়েরা বা যারা দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করছে, তারা পাকিস্তানে আহমদীদের উপর হওয়া কঠোরতার কথা ভুলে গেছে। আর যাদের প্রিয়জনেরা সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে, তারা তো জানতেও পারে না বা সেই বেদনা অনুভবও করে না যা তাদের প্রিয়জনেদের থাকাকালীন অনুভুত হতে পারত যে পাকিস্তানে কিছু কিছু স্থানে কিরূপ কঠোরতা রয়েছে। পাকিস্তানে আইনের কারণে আহমদীদের প্রতি এমন কঠোর আচরণ অব্যাহত রয়েছে। মৌলবী এবং জামাতের বিরুদ্ধবাদীদেরকে অবাধ অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পাকিস্তান ছাড়াও কিছু অন্যান্য দেশেও যেখানে আহমদীদেরকে আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অনুরূপভাবে এখানে অনেকে কিছু স্বল্পোন্নত দেশ থেকেও এসেছে। তাদের আসার কারণ হল, তাদের স্বামীরা এজন্য এখানে বদলি হয়ে এসেছেন যাতে অধিক আয়ের সুযোগ হয়। যাইহোক যে পরিস্থিতির কারণেই অধিকাংশ মানুষ এখানে এসেছে তারা পরিস্থিতির কারণে আসতে বাধ্য হয়েছে বা অধিক আয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে এসেছে বা প্রতিকুল পরিস্থিতির কারণে। সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, উভয় পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লা যিনি জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের প্রতি কৃপা করেছেন এবং জাগতিক উন্নতির জন্য যে উপকরণ সৃষ্টি করেছেন সেগুলির কারণে আল্লাহ্ সম্পর্কে কখনো উদাসীন হবেন না। সেগুলি যদি স্মরণে রাখেন তবে জগত তো পেয়েই যাবেন, এর পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার অফুরন্ত কৃপারাজি থেকেও অংশ পাবেন।

এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে কিছু মহিলা ও তার পরিবার কষ্টের মধ্যে পড়ে এই সব দেশে এসেছে আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর অনেক কৃপা করেছেন। কিন্তু আবার অনেকে এমনও রয়েছেন যারা কঠিন পরিস্থিতি হওয়া সত্ত্বেও দেশেই থেকেছেন, আর সেখানেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কৃপা করেছেন। তারা কঠিন পরিস্থিতির সামনে বুক চিতিয়ে লড়াইও করেছেন। পাকিস্তান ছাড়াও কিছু অন্য দেশও আছে যেখানে অত্যাচার নির্যাতন হয়। আর অবশেষে সেদেশে থাকা সত্ত্বেও তারা সফলতার মুখ দেখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি কিছু এমন ঘটনা উপস্থাপন করব যা পাকিস্তানের নয়, অন্য দেশের। যাতে আপনারা যারা এখানে এসেছেন, যাদের মধ্যে স্বল্প বয়স্ক, যুবতী সকলেই রয়েছেন এবং দীর্ঘকাল এখানে অতিবাহিত করেছেন আর তারাও রয়েছেন যারা দীর্ঘকাল এখানে থাকার কারণে অনুভবও করে না যে কঠোরতা কি জিনিস- তারাও যেন জানতে পারে এবং তাদের ঈমান বৃদ্ধি ঘটে। তাদের নিজেদের দায়িত্বাবলী পালন এবং ধর্মকে জাগতকিতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং এবং এ বিষয়ে চেতনা সৃষ্টি হয়।

প্রথম ঘটনাটি হল পাকিস্তানের এক মহিলার যিনি কঠোরতার সম্মুখীন হওয়ার পর কানাডা আসেন। তার উপর সরাসরি কঠোরতা আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলার তুলনায় পুরুষদেরকেই কঠোরতার সম্মুখীন হতে হয়েছে বা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যেখানে সরাসরি কঠোরতা না থাকলেও তাদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছে। কিন্তু এই ভদ্রমহিলা সরাসরি প্রভাবিত হয়েছেন এবং তিনি কানাডা চলে এসেছেন। সেখানে তিনি আল্লাহ্ তা'লার বর্ধিত কৃপারাজিও দেখেছেন, কিন্তু নিজের পুরোনো দিনের কথা ভুলে যান নি। আনিসা সাহেবা নামে এই ভদ্রমহিলা লেখেন, পাকিস্তানে থাকাকালীন আমাদের পরিবারকে কাশ্মীর থেকে হিজরত করে ফয়সলাবাদ চলে আসতে হয়। হিজরতের কারণে আর্থিক পরিস্থিতি অনুকুল ছিল না। সেই সময় একটি প্রাইভেট হাসপাতালে হেড নার্স হিসেবে আমি খুব ভাল কাজ পেয়ে যাই। কিন্তু কিছুটা সময় পরে আমি জানতে পারলাম যে, সেই হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার ও ইনচার্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে গালি দিত। একদিন সে আমাকে নিজের অফিসে ডেকে কলেমা পড়তে বলে আর জানতে চায় যে তোমার কলেমা কি? আমি কলেমা শোনাই এবং বলি আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন অপশব্দ শুনতে প্রস্তুত নয় যা আপনি ব্যবহার করেন। একথা শুনে সে আমাকে কাদিয়ানি হওয়ার কারণে চাকরি থেকে বের করে দেয়।' এরপর তিনি কানাডা চলে আসেন। কানাডা আসার পর তার অবস্থাও ভাল হয়। ঈমানের এই দৃঢ়তা প্রত্যেক আহমদীকে প্রদর্শন করা উচিত এবং স্মরণ রাখা উচিত যে, ঈমানের এই দৃঢ়তাই আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন করে।

ফয়সালাবাদের সদর লাজনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)কে পত্রে লিখে একথার উল্লেখ করেছিলেন যে, হাসপাতালের ডাক্তার এভাবে বের করে দিয়েছে। খলীফা রাবে (রহ.) উত্তর দিয়েছিলেন যে, যে এমনটি করেছে তার হাসপাতাল ও ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিছুকাল পর সেই হাসপাতালের মালিকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়ে সে ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং একদিক থেকে আল্লাহ্ তা'লা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন যার পরিণামে তার ব্যবসা ধ্বংস হয়ে গেল যে কি না হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে গালি দিত। এটি একটি নিদর্শন যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। যেরূপ আমি এইমাত্র উল্লেখ করলাম, পাকিস্তানের অবস্থা নিত্যদিনই তো আমাদের সামনে আসে আর এই কারণে অনেকে দেশ থেকে বেরিয়েও যাচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য দেশেও আহমদী মহিলারা যেভাবে কঠোরতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে তা তাদের এক অসাধারণ ত্যাগ-স্বীকারের নমুনা। এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে তারা নিজেদের ঈমানকে অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। এই দৃষ্টান্তগুলি আপনাদেরকে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্যদানকারী করে তোলা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বাংলাদেশের এক ভদ্রমহিলার ঘটনা এটি। বাংলাদেশের মানুষ সচরাচর কমই দেশের বাইরে গেছে। দুই একটি বা খুব নগণ্য সংখ্যক পরিবার ভিন দেশে গেছে। তারা সেভাবে

ইমামের বাণী

"যদি তোমরা মুত্তাকি হও আর তাকওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ পথে পরিচালিত হও, তবে খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

ইমামের বাণী

"কেবল একটি জিনিষই কুপ্রবৃত্তি এবং শয়তানি প্ররোচনাকে প্রতিহত করতে পারে, যাকে বলা হয় মারেফাতে ইলাহি বা ঐশী-তত্ত্বজ্ঞান।

(মালফুযাত, ২য়খণ্ড, পৃ: ৩)

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

আসেনি যেভাবে পাকিস্তানের মত অবস্থার কারণে এসেছে। যদিও সেখানেও অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিপদোন্মুখ আর সেখানেও মানুষ শহীদ হয়েছে। যাইহোক সিদ্দিকা সাহেবা নামে এক ভদ্রমহিলা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করছিলেন। তিনি ২০১১ সালে যুক্তরাজ্যে জলসা সালানার জন্য ছুটির আবেদন দিলে প্রবন্ধকরা তাঁকে প্রথমে ছুটি দিয়ে দেয়, কিন্তু পরে জানতে পারে এই ভদ্রমহিলা আহমদী আর খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য এবং জলসায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে, তখন প্রবন্ধকরা তাঁকে জানায় আপনাকে চাকরী থেকে পদত্যাগ করে যেতে হবে, আমরা ছুটি দিব না। একথা শুনে তিনি তৎক্ষণাত পদত্যাগ করেন এবং আমাকে পরে দোয়ার জন্য চিঠিও লেখেন। আমি তাঁকে একথাই লিখেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন আর পূর্বের চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করবেন। আমীর সাহেব লেখেন, আল্লাহ্ তা'লা এমন কৃপা করেছেন যে, দেশে চাকরী সন্ধান করতে গিয়ে অনেকে দৌড়ঝাঁপ করতে হয়, কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা কেবল একটি স্থানেই আবেদন করেন আর সেখানে কোন অতিরিক্ত চেষ্টা বা দৌড়ঝাঁপ ছাড়াই তৎক্ষণাৎ পূর্বের চাইতে অনেক ভাল চাকরী পেয়ে যান। তাই আল্লাহ্ তা'লাও এমন মানুষদেরকে দানে ভুষিত করেন যখন তারা ত্যাগস্বীকার করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর রয়েছে দুইজন আহমদী মহিলার ঘটনা যারা অশেষ যাতনা সহন করেছেন, কিন্তু ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। দেশের বাইরে যাওয়ারও তাদের কোন উপায় উপকরণ ছিল না, কিন্তু সে বিষয়ে তারা কোন পরোয়া করেন নি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাহরীক জাদীদের ইন্সপেক্টর সাহেব লিখেছেন, আহমদীয়া জামাতের বিথারী জামাতের ওয়াজেদ আলি সাহেব মণ্ডল মরহুম ১৯৮২ সালে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক লাভ করেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তাঁকে তুমুল বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি তাঁর নিজের ভাই ঘোর বিরোধীতায় অবতীর্ণ হয়। পরিবার ও বংশের লোকেরা সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়। ওয়াজেদ আলি সাহেবের দুই কন্যা ফাতেমা বেগম এবং মাজেদা বেগমের বিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বিরোধী ভাই এরই সুযোগ নিয়ে দুই জামাতাকে উস্কানি দেয়। যার ফলে এই দুই জামাতা নিজেদের স্ত্রী ফাতেমা ও মাজেদার উপর যাবতীয় প্রকারের যাতনা দেওয়া আরম্ভ করে, এই আশায় যে মেয়েদের উপর অত্যাচার বাপের উপর প্রভাব ফেলবে আর সে আহমদীয়াত থেকে তওবা করে অবশেষে তা ত্যাগ করবে। কিন্তু বাপ এর পরোয়া করে নি, এটি তার উপর কোনও প্রভাবই ফেলতে পারে নি। অবশেষে দুই জামাতা কোর্টের মাধ্যমে নিজেদের স্ত্রীদের কাছে তালাকনামা পাঠিয়ে দেয়। দুই বোনের মধ্যে ফাতেমা তখনও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন নি। তিনি নিজের দুই কচি বাচ্চাদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসেন। পরে তিনি আহমদীয়াত সম্পর্কে আরও বিশদ তথ্য আরোহন করেন। অনরূপভাবে দ্বিতীয় বোনও আও তথ্য সংগ্রহ করেন। এইভাবে দুইবোন বিস্তারিত পড়াশোনা করে আহমদীয়াত সম্পর্কে ভালভাবে জানার পর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন। কিছুকাল পর মাজেদার বিয়ে কাদিয়ানে হয়ে যায়। আর এখন আল্লাহ্‌র কৃপায় সুখী জীবনযাপন করছেন। কিন্তু ফাতেমাকে আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে নিজের সুখের জীবন উৎসর্গ করতে হয়। এতদ্‌সত্বেও তাঁর অবিচলতায় কোন বিচ্যুতি দেখা দেয় নি। তিনি সেখানে সেলাইয়ের সামান্য কাজ করে জীবিকা অর্জন করতে থাকেন। আল্লাহ্‌র ফযলে আহমদীয়াত গ্রহণের পর তাঁর ঈমান আরও মজবুত হয়েছে। তথ্য সরবরাহকারীর লেখন অনুযায়ী তিনি নিজের সামর্থের থেকে দশ গুণ বেশি আর্থিক কুরবানী করতেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তাঁর অভ্যাস ও চেষ্টা থাকত জামাতের জন্য প্রত্যেকটি কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়া। এরা হলেন সেই সব ত্যাগ-স্বীকারকারিনী যারা দেশের বাইরেও যেতে পারেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর ভারতের এক নিষ্ঠাবতী মহিলার কথা উল্লেখ করে বাংলার সার্কেল ইনচার্জ সাহেব লেখেন, কলকাতায় ফযলুর রহমান নামে এক টাইপিস্ট বয়আত গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তুমুল বিরোধীতা করে এমনকি সে স্বামীর সঙ্গে সংসার করতেও অস্বীকার করে বাপের বাড়ি চলে যায়। কিছুকাল পর সেই ভদ্রমহিলা একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে বয়আত করে স্বামীর কাছে ফিরে আসেন। এরপর তিনি সমস্ত বিরোধীতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আত্মীয়স্বজন ও মোল্লারা আপ্রাণ চেষ্টা করে। আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে মারধর করে। এমনকি এই মারের কারণে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি হতে হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি আহমদীয়াতের উপর অবিচল থাকেন। সেই গ্রামের তাদের কেবল একটি পরিবারই আহমদী ছিল। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর মোল্লারা দাফন করতে না দেওয়ার জন্য গণ্ডগোল বাধায়। সেই ভদ্রমহিলা মুবাল্লিগ সাহেবকে ফোন করে বলেন আহমদীদেরকে নিয়ে আসুন যাতে তাদফীন করা যায়। বিরোধীরা গোরস্থানে কবর দিতে বাধা দেয়। কিন্তু এই মহিলা অত্যন্ত সাহসীনি ছিলেন। তিনি বলেন, কবরস্থানে দাফন করতে না দিলে নিজের বাড়ির আঙিনায় তাঁকে কবর দিব। এরপর আমাদের আহমদীরা জানাযা পড়ার পর তাঁর বাড়ির আঙিনাতেই দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তাঁর এক ছেলে এখন মুয়াল্লিম।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর ভারতেরই আরও এক নিষ্ঠাবতী মহিলার উল্লেখ করা হবে। অন্ধ্রপ্রদেশের কাহামুম জেলার নারায়ানপুরে ভীষণ বিরোধীতার কারণে কিছু মানুষ আহমদীয়াত থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। প্রথমে আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর ভয়ের কারণে গুটিয়ে যান। কিন্তু দুটি পরিবার সেই বিরোধীতার সময়ও অবিচল ছিল। তাদের মধ্যে একজন হলেন ৬৫ বছরের বি জান সাহেবা যাঁর যৎসামান্য কৃষিজমি ছিল। তিনি বিরোধীতার পর জলসা সালানা কাদিয়ানে অংশগ্রহণ করতে মনস্থির করেন। কাদিয়ান থেকে ফিরে এলে সেই বিরোধীরা তার কাছে আছে যারা পুরো গ্রামকে ত্রস্ত করে রেখেছিল আর তাঁকে ধমকের সুরে বলে, তোমার স্বামী বৃদ্ধ। সে মারা গেলে জানাযায় কেউ আসবে না। মরদেহ পড়ে থাকবে, তাতে পচন ধরে পোকায় খাবে। বি জান সাহেবা বলেন, আমি সে বিষয়ের মোটেই পরোয়া করি না। আমি নিজের ঈমানে উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত আছি। আমার খোদা তোমাদের অবশ্যই শাস্তি দিবেন। আমি কাদিয়ানে অনেক দোয়া করেছি। যাইহোক কিছু দিন পরে বিরোধীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি নেতৃত্ব দিচ্ছিল, রহস্যজনকভাবে তার মৃত্যু হয়। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। তিন দিন পর্যন্ত কেউ তার মৃতদেহ নিতে আসে নি। শোনা গেছে যে তার মৃতদেহে পোকা হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁর বান্দাদের, অত্যাচারিতদের ক্রন্দনধ্বনি শোনেন, তখন তিনি এক সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে তার পরিণামও প্রকাশ করে দেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর ইরফানা সাহেবা নামে এক ভদ্রমহিলার ঘটনা উল্লেখ করব যিনি সাহারামপুরের বাসিন্দা। তিনি নিজের স্বামীর এক ভয়াবহ ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, ২০০৮ সালে আহমদীয়াতের বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন ও বর্বরতা প্রদর্শিত হয়েছিল তা দেখলে গায়ে কাঁটা দিত। আমি এর সাক্ষী থেকেছি। ২০০৬ সালে আমরা আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারি। আমার স্বামীর কাপড়ের দোকান ছিল। প্রায় সময় দুপুরের দিকে তাঁর নতুন আহমদী সঙ্গী সেখানে এসে বসতেন, যিনি আহমদীয়াত সম্পর্কে ভালভাবে জানতেন। তাদের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা এ সম্পর্কে আলোচনা হত, তর্ক বিতর্ক চলত। তিনি বলেন, আমার স্বামী জামাতে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। সেই সময় প্রায় আট বছর থেকে সাহারামপুরের জামাত ইসলামীর আমীর পদেও নিযুক্ত ছিলেন। এই কারণে তাদের মধ্যে অনেক বেশি তর্ক বিতর্ক হত। ২০০৬ সালে আমার বড় ছেলে কাদিয়ান গিয়ে সেখানে বয়আত করে নেয়। এরপর প্রায় এক বছর পর্যন্ত সে বয়আতের ঘটনা আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। যখন আমরা জানতে পারলাম যে যে সে আহমদী হয়ে গেছে, তখন আমার ছোট ছেলেও বয়আত করে নেয়। সে তাকেও চুপিসারে তবলীগ করছিল। এরপর আমার স্বামী ও কিছু আত্মীয় স্বজন কাদিয়ান যিয়ারতের পরিকল্পনা করেন। কাদিয়ান এসে তারা যা কিছু দেখেন এবং অনুভব করেন সে সম্পর্কে বলেন, কাদিয়ান সম্পর্কে যা কিছু আমাদের মৌলবী সাহেবরা বলতেন তা সম্পূর্ণ ভুল বলতেন। বরং আমরা ঠিক এর উল্টোটি দেখছি। সব কিছুই মিথ্যা ছিল, তাতে কোন সারবত্তা ছিল না। কাদিয়ান থেকে ফিরে এসে তিনি আমাদের সামনে কাদিয়ানের প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করেন যা শুনে আমরা আশ্বস্ত হই। এরপর আমরা সকলে ২০০৮ সালের ২৭শে মে বয়আত করে নিই। এটি সেই দিন ছিল, যেদিন লাহোরে আমাদের দুটি মসজিদে নৃশংসভাবে আহমদীদের শহীদ করে দেয় আর সেই দিনই পুরো পরিবারকে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দান করেছেন।

এরপর তিনি বলেন, আশপাশের লোকেরা আমাদেরকে সন্দেহের

ইমামের বাণী

" যে ব্যক্তি ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান রাখে না, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: শামসের আলি, জেলা আমীর, বীরভূম

চোখে দেখতে আরম্ভ করে। তাদের সন্দেহ হয় যে আমরা আহমদী হয়ে গেছি। সময় যত গড়াতে থাকে তাদের সেই সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হতে থাকে আর বিরোধীতা বাড়তে থাকে। আমাদের আত্মীয়স্বজনেরা বয়কট করে। লোকেরা আমাদেরকে কাদিয়ানী বলে কটাক্ষ করতে থাকে। ছেলেমেয়েদেরকে উত্যক্ত করতে আরম্ভ করে। মুসলমান দোকানদারেরা আমাদের কাছে মালপত্র বিক্রি বন্ধ করে দেয়। হত্যা ও মারধর করার ধমকি দেওয়া হতে থাকে। আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচিত হতে থাকে। পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। বিরোধীতা ক্রমেই বাড়তে থাকে, কিন্তু এই সব কিছু আমাদের উপর কোন প্রভাব ফেলে নি। আমরা নিজেদের সংকল্প ও ঈমানে অবিচল ছিলাম। আমার ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে অনেক জ্বালাতন করা আরম্ভ হয়। সহপাঠিরা এই বলে উত্যক্ত করত যে তোমরা অর্থের লোভে বয়আত করেছ। সেই সব ছাত্রদেরকে স্কুলের শিক্ষক ও কিছু মৌলবী শিখিয়ে রেখেছিল যে এরা টাকার জন্য নিজেদের ঈমান বিক্রি করে দিয়েছে। চতুর্দিক থেকে আমাদেরকে যাতনা দেওয়া হচ্ছিল। ছেলেমেয়েদের বাইরে বেরনো কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা সকলে উদ্বিগ্ন ছিলাম। স্কুল যাওয়া, টিউশনে যাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীরা সামাজিক বয়কট করে। কেউ কথা বলত না। মোটকথা তাদেরকে যাতনা দেওয়ার কোন পন্থায় তারা বাদ রাখে নি। স্বামীর সঙ্গেও দোকানদারেরা দুর্ব্যবহার করা আরম্ভ করে। তাঁর দোকানের সামনে কয়েকজনকে পাহারায় নিযুক্ত করে দেওয়া হয় যাতে কোন আত্মীয়স্বজন আমাদের বাড়িতে আসতে না পারে। মুসলমানেরা আমাদের দোকান থেকে মালপত্র নেওয়া বন্ধ করে দেয় যার কারণে আমাদের দোকানের ব্যবসা ক্রমশ গুটিয়ে আসছিল। আমার স্বামী বাড়ি ফিরে সারা দিনের ঘটনা বৃতান্ত আমাদেরকে শোনাতেন। একরাতে প্রায় বারোটার সময় আমরা যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, পাড়ার একটি ছেলে চিৎকার বলে তোমাদের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির সমস্ত পুরুষ সদস্য দ্রুত পায়ে দোকানের দিকে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে আগুন জ্বলছে। যাইহোক ফায়ার ব্রিগেড এসে তা নেভানোর কাজে লেগে যায়। আল্লাহ্‌র কৃপায় খুব বেশি ক্ষতি হয় নি। এই সব কিছু হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কৃপায় আমরা নিজেদের ঈমানে অটল ছিলাম আর জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। বিরোধীতার কারণে কখনই আমাদের মনে এই ধারণা উঁকি দেয় নি যে আহমদীয়াত গ্রহণ করার কারণে আমাদের উপর এই অত্যাচার হচ্ছে। বিরোধীতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের ঈমানও ততটাই দৃঢ় হয়েছে। শহরের মৌলবীরা দিন রাত আমাদের বিরুদ্ধে জলসা করতে ব্যস্ত ছিল। তারা লোকেদের আমাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছিল। ভারতে হওয়া সত্ত্বেও শহরের একটি বিরাট জনসংখ্যা মুসলিম ছিল। কিছু অংশ হিন্দুদের ছিল আর মুসলমান এলাকায় যতটা বিরোধীতা হওয়া সম্ভব ছিল তা হয়েছে। একরাতে বিরোধীরা আমাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট জলসার আয়োজন করে। শহর জুড়ে লাউড স্পীকারে সাহায্যে জলসা শোনানোর ব্যবস্থা করা হয় আর তাতে অনেক উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখা হয়।

সেই রাতেই আমরা খবর পাই যে, বিরোধীরা আফযাল নামে এক আহমদীর বাড়িতে হামলা করেছে এবং তাকে প্রচন্ড মারধর করেছে। তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন। এরপর সাহারামপুরে যতগুলি আহমদী পরিবার ছিল একে একে সবার উপর আক্রমণ হয়। পরের দিন জুমার পর বিরোধীরা আমাদের বাড়িতেও চড়াও হয়। হামলাকারীরা আমাদের বিরুদ্ধে নারা দিচ্ছিল। সেই সময় আমি বাড়িতে একা ছিলাম। আমি ছেলে মেয়েদেরকে বাড়ির পিছনের ঘরে লুকিয়ে দিই। আমার দেওয়রের বাড়িতে বিরোধীরা ঢুকে অনেক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি করে। আমি একা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করি, পরাজয় স্বীকার করি নি। তারা অগ্নি সংযোগ করার উপক্রম করছিল, এমন সময় পুলিস এসে যায়। পুলিস এসে তাদের উপর লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানি গ্যাস প্রয়োগ করে। প্রচুর লোক ছিল, পুলিস তাদেরকে নিয়ন্ত্রনে আনতে পারছিল না। পুলিসও ভয় পাচ্ছিল । যাইহোক পুলিসরা পরামর্শ দেয় যে, আপনার কিছু দিনের জন্য এখান থেকে চলে যান। পরিস্থিতি এখন ভাল নয়। সেই রাতেই আমরা সাহারামপুর ছেড়ে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা হই। এত সব কিছু হওয়া সত্ত্বেও আমরা অবিচল ছিলাম।

অতএব যখন ঈমান ভাগ্যে জোটে আর তা যদি প্রকৃত ঈমান হয় তবে অবিচলতাও আসে। মহিলা ও ছোটদের অবিচলতা পুরুষদেরকেও উদ্যম জুগিয়েছে। এই মহিলা ও তার সন্তানসন্ততিরা যদি কাপুরুষতা প্রদর্শন করত তবে পুরুষ সদস্যরা উদ্বেগে পড়ত। তাই এসব লোকেরাও কোথাও বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু সেখানে থেকে বিরোধীতার মোকাবেলা করতে থেকেছেন আর খুব বেশি হলে কাদিয়ান চলে এসেছেন।

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ‘দারুস সানাত’-এ ভর্তি চলছে

২০১৯-২০২০ সাল

Ahmadiyya Vocational (Technical) Training centre Qadian

কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি কাদিয়ানের পরিবেশে নামায ও দরস থেকে উপকৃত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ১৯৩৪ সালে কাদিয়ানের পবিত্র ভূমিতে যুবকদের কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে তুলতে এবং তাদেরকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ‘দারুস সানাত’ (কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) -এর গোড়াপত্তন করেন যা দেশ বিভাজনের পর প্রতিকূল অবস্থার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ তা’লার অশেষ কৃপা, হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর মঞ্জুরী ও নির্দেশক্রমে দারুস সানাত ২০১০ সালে পুনরায় আরম্ভ হয়েছে যা বর্তমানে নাযারত তালিম-এর তত্ত্বধানে কাজ করছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ভারত সরকার (দিল্লী) NSIC (ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিস কর্পারেশন)-এর সঙ্গে affiliated. উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে এক বছরের কোর্স সম্পূর্ণ করার পর ছাত্রদেরকে ভারত সরকার অনুমোদিত সনদ দেওয়া হয়ে থাকে।

সারা ভারতের আহমদী যুবকদের কাছে এই প্রতিষ্ঠান থেকে উপকৃত হওয়ার আবেদন করা হচ্ছে। দারুস সানাত-এ বর্তমানে নিম্নোক্ত টেকনিক্যাল কোর্স এক বছরে পড়ানো এবং শেখানো হচ্ছে।

১) ওয়েল্ডিং, ২) ইলেকট্রিক্যাল, ৩) প্লাম্বিং, ৪) এসি. ও ফ্রিজ, ৫) ডিজেল মেকানিক, ৬) পেট্রোল মেকানিক, ৭) কার্পেন্টার, ৮) কম্পিউটার।

এ যাবৎ এই প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েক শ আহমদী যুবক প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে কাজ করছে।

ভর্তির শর্তাবলী:

১) প্রত্যাশীকে অন্ততঃপক্ষে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হবে।

২) প্রবেশিকা ফর্ম সম্পূর্ণরূপে পুরণ করার পর ৩০শে জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত দারুস সানাত কাদিয়ান-এর প্রিন্সিপ্যালকে রেজিস্ট্রি ডাক বা ই-মেল মারফত পাঠিয়ে দিন বা সঙ্গে নিয়ে আসুন। ৩) কাদিয়ানে বাইরের থেকে আসা আহমদী ছাত্ররা জামাতের আমীর/ সদর/ মুবাল্লিগ -এর সত্যায়িত পত্র অবশ্যই নিয়ে আসবেন। ৪) হস্টেলের সুবিধা কেবল ৪০ জন ছাত্রের জন্য উপলব্ধ রয়েছে। ছাত্রের সংখ্যা এর থেকে বেশি হলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছাত্রকে নিজেকে করতে হবে। ৫) সমস্ত কোর্স ১ বছরের । অতএব টেকনিক্যাল কোর্সে ভর্তি হতে হলে এর ফি এক বা দুই কিসতিতে পরিশোধ করা আবশ্যক। ৬) প্রত্যাশীকে পত্র কিম্বা টেলিফোন মারফত কাদিয়ান আসতে বলা হবে। অনুমতি পাওয়ার পর ৩০ শে জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত নিজের খরচে কাদিয়ান পৌঁছে যান। ৭) প্রবেশিকা ফর্মের সঙ্গে আবশ্যকীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করুন। (পার্সোনাল মেডিক্যাল ফাইল যুক্ত করুন যার মধ্যে থাকবে রক্তের গ্রুপ, কোন এলার্জি বা অসুখের উল্লেখ, জামাতের পরিচয় পত্র, স্কুল সার্টিফিকেট, জন্ম প্রমাণ পত্র, আধার কার্ড/ভোটার কার্ড এবং তিন কপি ছবি)

(বিস্তারিত তথ্য ফোনের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন)

প্রবেশিকা ফর্ম ই-মেলের মাধ্যমে চেয়ে পাঠান

darulsanaat.qadian@gmail.com

মুবাশ্বের আহমদ বাট, প্রিন্সিপ্যাল দারুস সানাত কাদিয়ান)

মোবাইল: ৯৮৭২৯২৩৩৬৩

মহানবী (সা.)-এর বাণী

‘সর্বদা সত্য বল, যখন তোমার কাছে কোন গচ্ছিত সম্পদ রাখা হয়, তখন তা আত্মসাৎ করো না আর সর্বদা প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।”

(বাইহাকি, ফি শোয়েবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 23 May, 2019 Issue No.21

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

প্রবেশিকা পরীক্ষা

জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান

জামিয়া আহমদীয়া কাদিয়ান হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দ্বারা স্থাপিত সেই পবিত্র প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে এ যাবৎ শত-সহস্র উলেমা, মুবাল্লিগীন বের হয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। সৈয়্যদানা হুযুর আনোর (আই.) অনেক স্থানে আহমদী ছাত্রদেরকে মসীহ মওউদ (আ.) দ্বারা স্থাপিত এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষা অর্জন করে জামাতের সেবা করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতএব হুযুর আনোয়ারের নির্দেশের আলোকে সমধিক হারে ওয়াকফীনে নও এবং গায়ের ওয়াকফীনে নও ছাত্রদেরকে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হয়ে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে জামাতের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করা উচিত। যে সমস্ত ছাত্ররা জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক তারা ওয়াকফে নও বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং যথাশীঘ্র ভর্তির ফর্ম পুরণ করে ৩০ শে জুন পর্যন্ত ওয়াকফে নও অফিসে পাঠিয়ে দিন। জামেয়া আহমদীয়ার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা সংঘটিত হবে ১৫ই জুলাই, ২০১৯।

ভর্তির শর্তাবলী:

১) মাধ্যমিক পাস ছাত্রদের জন্য বয়স সীমা ১৭ বছর এবং উচ্চমাধ্যমিক পাস ছাত্রদের জন্য ১৯ বছর। হাফিজদের জন্য ব্যাতিক্রমী ছাড় দেওয়া যেতে পারে।

২) জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তির জন্য ন্যাশনাল ক্যারিয়ার প্ল্যানিং কমিটি ওয়াকফে নও ভারত ছাত্রদের মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে জামেয়ার জন্য নির্বাচন করবে। লিখিত পরীক্ষায় কুরআন মজীদ, ইসলাম, আহমদীয়াত, দ্বিনী মালুমাত, উর্দু, ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হবে।

৩) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের কাদিয়ানের নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে। লিখিত, মৌখিক ও মেডিক্যাল টেস্টে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ারের মঞ্জুরীক্রমে জামিয়া আহমদীয়ায় ভর্ত্তি নেওয়া হবে।

৪) স্নাতক ছাত্রদেরকে ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

জেলা আমীর, স্থানীয় আমীর, সদর জামাত এবং মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিমগণকে আবেদন করা হচ্ছে যে, মেধাবী, সুযোগ্য ও খিদমতে বিশেষভাবে আগ্রহী এবং পুণ্যের প্রতি আগ্রহ রয়েছে এমন ছাত্রদের নির্বাচন করে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তির জন্য প্রস্তুত করুন এবং যথাশীঘ্র তাদের ভর্ত্তির ফর্ম পুরণ করে ওয়াকফে নও অফিসে পাঠিয়ে দিন। ভর্ত্তির ফর্ম চেয়ে পাঠানোর ই-মেল ঠিকানা - waqfenau@qadian.in

In-Charge Waqf-e-Nau Department
Office Waqfe-Nau India (Nazarat Taleem)
M.T.A Building, Civil Line, Qadian
District: Gurdaspur, Punjab (India) Pin: 143516
Contact: 01872-5000975, 9988991775

(নাযির তালিম ও সদর ন্যাশনাল ক্যারিয়ার প্ল্যানিং কমিটি ওয়াকফে নও ভারত)

যুগ ইমামের বাণী

“পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে বিরত রাখা উচিত।”

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

রমযানুল মুবারকের সঙ্গে তাহরীকে জাদীদের নিবিড় সম্পর্ক

তাহরীকে জাদীদের প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) রমযানুল মুবারকের সঙ্গে তাহরীকে জাদীদের নিবিড় সম্পর্কের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন:

“যদি রমযান থেকে উপকৃত হতে হয় তবে তাহরীকে জাদীদের উপর আমল কর আর যদি তাহরীকে জাদীদ থেকে উপকৃত হতে হয় তবে সঠিক অর্থে রোযা থেকে উপকৃত হও। তাহরীক জাদীদ হল সাদামাটা জীবন যাপন করা এবং নিজেকে পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকারে অভ্যস্ত করা। রমযানও আমাদেরকে এই একই শিক্ষা দিতে আসে। অতএব যে উদ্দেশ্য নিয়ে রমযান এসেছে তা অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা ও প্রচেষ্টা কর। .... প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত তার রমযান যেন তাহরীক জাদীদময় হয় এবং তাহরীক জাদীদ রমযানময় হয়। রমযান যেন আমাদের জন্য প্রবৃত্তি দমনকারী হয় আর তাহরীক জাদীদ আমাদের আত্মাকে সঞ্জীবনকারী হয়। তাই আমি যখন বলেছি যে, রমযান থেকে উপকৃত হও তখন এর অর্থ ধরে নেওয়া উচিত যে, তোমরা তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যাবলীকে রমযানের আলোকে উপলব্ধি কর। আর যখন আমি বলেছি যে, তাহরীকে জাদীদের প্রতি দৃষ্টি দাও, তখন এর অর্থ ভিন্ন বাক্যে এই যে, তোমরা সর্বাবস্থায় নিজেদেরকে রমযানের পরিস্থিতির মধ্যে রাখ এবং যথাযথ ও ধারাবাহিক কুরবানীর অভ্যাস তৈরী কর। যে রমযান প্রকৃত কুরবানী ছাড়াই ব্যতীত হয় সেটি রমযান নয়। আর যে তাহরীকে জাদীদ আত্মাকে সঞ্জীবিত না করেই অতিবাহিত হয় সেটি তাহরীকে জাদীদ নয়। ” (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৪ঠ নভেম্বর, ১৯৩৮)

হুযুর (রা.) বলেন: রমযানের যে শেষ দশদিন আসতে চলেছে তা তাহরীকে জাদীদের বিষয়ে বিগত কুরবানী জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্তি অর্জনকারী হিসেবে ব্যয় করুন। যারা বিগত বছর গুলিতে কুরবানীর তৌফিক পেয়েছেন তারা এর জন্য খোদা তা’লার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন এবং প্রত্যেক দোয়াকারী আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া যেন করে যে, সে ধর্মের মর্যাদা ও দৃঢ়তার জন্য সেলসেলার জন্য যে ত্যাগস্বীকার করেছে, পরিণামে আল্লাহ্ তা’লা তার উপর স্বীয় কৃপা ও অনুকম্পা নাযেল করুন এবং তার জন্য সেই ভালবাসা ও নিষ্ঠা অনুসারে স্বীয় আশিস ও ভালবাসা নাযেল করুন যার কারণে সে খোদা তা’লার পথে কুরবানী করেছিল। আমীন।

(আলফযল, ১৫ নভেম্বর, ১৯৩৮)

জামাতের নিষ্ঠাবানদের রীতি হল তারা রমযান মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাহরীকে জাদীদে নিজেদের চাঁদার ওয়াদা একশ শতাংশ পূর্ণ করে আল্লাহ্ তা’লা কৃপা ও আশিস অর্জনের চেষ্টা করে। অতএব জামাতের সদস্যদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, তারা যেন ২০ রমযান অর্থাৎ ২৬ শে মে পর্যন্ত নিজেদের চাঁদা পরিশোধ করে হুজুর আনোয়ার (আইঃ) এর বিশেষ দোয়ার অংশ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল্লাহ্ তা’লা আপনাদের সকলের প্রচেষ্টাকে গ্রহণীয়তার মর্যাদা দিন, জামাতের সকল একনিষ্ঠ সদস্যদের সম্পদে অপার বরকত দিন এবং তাদেরকে নিজের অসীম কৃপা, বরকত ও রহমত দ্বারা ভুষিত করুন।

ওকীলুল মাল, তাহরীকে জাদীদ, কাদিয়ান।

****

যুগ ইমামের বাণী

যখন তোমরা এক ও অভিন্ন সত্তার ন্যায় হবে, তখন বলা যাবে যে তোমরা আত্ম-সংশোধন করেছ।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৭)

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir